খবরে প্রতিবাদ

www.khabarepratibad.com

Khabare Pratibad ● Agartala ● 3 rd Year ● Issue - 85 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 3 April, 2026 ● ১৯ চৈত্র, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোনঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মুল্যঃ ৩ টাকা ● Page 4

নিশানা মথা,মাঠে মুখ্যমন্ত্রী যোগদানের প্রতিযোগিতা

খবরে প্রতিবাদ,২ এপ্রিল ঃ নির্বাচনী প্রচারে এডিসি এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন সরকার প্রধান। একের পর এক নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন তিনি। রাজনৈতিক নিশানায় মথা। থানসা, গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড, পুইলা জাতি ইত্যাদি ইস্যুতে মথাকে ফের একবার কঠোর ভাষায় বিধলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। বললেন, সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে জিত হাসিল করার পার্টি এই তিপ্রা মথা। মিথ্যে বলে তারা শুধু মানুষকে বিভ্রান্ত করে। এবার এডিসিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গঠন হলে জনজাতিদের সত্যিকারের উন্নয়ন হবে।এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুনবাজার - মালবাসা নির্বাচনী কেন্দ্রের কুঞ্জরাম পাড়া পাহাড়পুরে আয়োজিত এক যোগদান সভায় অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী।তিনি আরও বলেন মথা বিভিন্ন ইস্যুতে অস্থিরতা সৃষ্টি করে গায়ের জোরে রাজনৈতিক ময়দানে টিকে থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জনজাতি ভাই-বোনেরা আজ শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন চান। বাস্তবতা হলো, এই দল কখনোই জনজাতি সমাজের সার্বিক কল্যাণে আন্তরিকভাবে কাজ করেনি; বরং নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ নিয়েই বেশি ব্যস্ত থেকেছে।অন্যদিকে, একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকারই জনজাতিদের ভবিষ্যৎকে নিরাপদ, সমৃদ্ধ ও উন্নয়নমুখী করার অঙ্গীকার নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।২০২৬ সালের এডিসি নির্বাচনে শান্তির পরিবেশ বজায় রেখে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প নিয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শিলাছড়ি ---মনুবনকুল কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী কংজঅং মগ মহোদয়ের সমর্থনে আয়োজিত নির্বাচনী সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন।জনতার বিপুল সমর্থনই প্রমাণ করছে, এডিসিতে আবারও শান্তি, সুশাসন ও উন্নয়নের সরকার গঠনে মানুষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বললেন।পাহাড়পুরে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজকাল আমরা দেখছি যে মথা খুবই লাফাচ্ছে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে। কখন কি বলবে কোন ঠিক থাকে না। এতদিন ধরে তারা ভেবেছিল যে আমরাই আমরা। এডিসি আমরাই নিয়ন্ত্রণ করবো, আমরা যা বলবো তাই হবে। কিন্তু এবার চেহারা অন্যরকম হয়ে গেছে। আমি আপনাদের একটা কথাই বলতে চাই আমরা এই আঞ্চলিক পার্টির সঙ্গে চলার চেষ্টা করেছিলাম।অনেকবার কথাবার্তা হয়েছে। কিন্তু তারা কথা বলে একটা, করে আরেকটা। একইভাবে তারাও চাইছে কমিউনিস্টদের কায়দায় এডিসি এলাকাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে। আমরা অনেকবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সম্ভব হচ্ছিল না। তাই আমরা নিজেদের মতো লড়াই করার উদ্যোগ নিয়েছি।সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা নিশ্চিত যে এবার এডিসিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গঠন হবে।এডিসিতে ২৮টি আসন নিয়ে আমরা সরকার গঠন করলে সেখানে জনজাতিদের জন্য সত্যিকারের উন্নয়ন আপনারা দেখতে পাবেন। মথার পক্ষ থেকে এক একদিন এক এক ইস্যু তোলা হয়। যেমন বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত ও অমরপুর নগর পঞ্চায়েত নিয়ে অনেক ধরনের কথাবার্তা বলেছে তারা। কি বলছে তারা? আমরা নাকি এডিসির অংশ নিয়ে যাচ্ছি। এটা মিথ্যা অপবাদ। অন্ততপক্ষে আমি মুখ্যমন্ত্রী থাকতে কোনদিন হতে দেব না। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা এধরণের কথা বলে। ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নিয়েও কত কথা বলেছে। আমরা নাকি ভিসি হতে দিই নি। অথচ আমরা বলেছি ভিসি নির্বাচন নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি সবসময় প্রস্তুত। আমাদের সরকারের সঙ্গে কোন কথা না বলে আরো ভিসি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, থানসা নিয়েও কত ধরনের বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে। বলছে থানসার কথা। আর সেখানে সংখ্যালঘু ও বাঙালিদের কেও টেনে নেওয়া হচ্ছে। কখন কি করছেন সেটা নিজেও বলতে পারেন না। একবার গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড নিয়ে শ্লোগান তুলছেন। কিন্তু সেটার বাউন্ডারি কোথায় জানা যায় না। এবার আবার প্রদ্যুত কিশোর গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড সামনে এনেছেন। ইস্যু নেই। তাই ঘুম থেকে উঠে ইস্যু তৈরি করছেন। শুধুমাত্র মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এধরণের কথা বলা হচ্ছে। একজন নেতার যা যা গুণ থাকা দরকার সেটা তার মধ্যে নেই। শুধু জোরে গলায় আওয়াজ তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, থানসা থানসা বলে চিৎকার করে। আর আমরা বলছি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশিত সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস, সবকা বিশ্বাস এর কথা। আমরা বলছি জাতি জনজাতি মণিপুরী সংখ্যালঘু সহ সকল অংশের মানুষকে নিয়ে এক ত্রিপুরা ও নতুন ত্রিপুরা গড়ে তুলবো। এরই নাম হচ্ছে থানসা। মানুষ শান্তি চায়, অশান্তি চায় না।বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন রাজতন্ত্র নেই, গনতন্ত্রের যুগ। এই সত্য মানতে হবে। কারণ রাজতন্ত্র এখন আর নেই। অর্থমন্ত্রী ইতিমধ্যে বলেছেন যে এডিসির উন্নয়নে যে পরিমাণে অর্থ আমরা দিয়েছি এর ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট পর্যন্ত নেই।

মোটা টাকার বিনিময়ে মিডিয়া কে দিয়ে নিজের কালিমা ঘুচাচ্ছে বিজেপি — তির্যক জিতেন

খবরে প্রতিবাদ,২ এপ্রিল ঃ ৫৬ ধর্মনগরে উপ নির্বাচন কে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র সাজাতে মরিয়া প্রতিটি রাজনৈতিক দল। বিজেপি কংগ্রেসের সাথে পাল্লা দিয়ে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল সিপিআইএম ও নিজেদের প্রচার প্রসার অব্যাহত রাখছেন। বৃহস্পতিবার ধর্মনগরের ডিএনভি ময়দানে এমনি এক সারা জাগানো জনসভার আয়োজন করলো বামেরা। প্রার্থী অমিতাভ দত্তের সমর্থনে এদিন এই জনসভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী, প্রার্থী অমিতাভ দত্ত, নারী নেত্রী কৃষ্ণা রক্ষিত সহ অন্যান্যরা। প্রতিবারের মতই মঞ্চে উঠে ঝাঁঝালো ভাষণ রাখেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। বিজেপির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, আইনের শাসন বিনষ্ট করা সহ নেশা, অপরাধ , পাচার ও অবৈধ কারবার নিয়ে বিস্তারে আলোচনা করতে শোনা যায় তাঁকে। আর এই সব কিছু ঢাকতে এক ঝাক গণ মাধ্যমকে মোটা অঙ্কের বিনিময়ে নিজের প্রচারে কাজে লাগাচ্ছে বিজেপি এমনটাও অভিযোগ করেন উনি। বর্তমানে টিভি , পত্রিকা, ওয়েব মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া , ইউটিউব চ্যানেল প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে। তার মধ্যেই একাংশকে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপন দেবার নামে বিজেপি নিজের প্রচার করাচ্ছে এবং নিজের দোষ গুলি ঢেকে দেবার চেষ্টা করছে বলেও উল্লেখ পাউ উনার বক্তব্যে। উনি আরও বলেন সরকার এই চ্যানেল গুলোকে কাজে লাগিয়ে তাদের অপকর্ম ঢাকছে। উনি বলেন, সদ্য যে বাজেট পেশ হয়েছে সেই নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা করার সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে বিরোধী দলনেতার। উনি করেছেন ও তাই। সরকারের উন্নয়নের প্রশংসা করা সহ ভুল ত্রুটি গুলো দর্শীয়ে দেওয়া টাও বিরোধী দলনেতা হিসেবে তার কর্তব্য। কিন্তু রাজ্যের প্রথম সারির নির্ভীক সংবাদ মাধ্যম ও পত্রিকা গুলো তার আলচনার একটি অক্ষর ও লেখেনি , বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেন উনি। শ্রী চৌধুরী আরও বলেন, এই সরকার যুব সমাজ কে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তাল মিশ্রির মোরকে ছুরি মারা হচ্ছে এ রাজ্যের সাধাসিধে মানুষ কে। তাদের চক্ষু খুলে দিতে হবে। এছারাও সোর্স মানি নিয়ে নাম না করে এক মন্ত্রী কে তুলোধোনা করেন উনি। সোর্স মানির ফলে আজ রাজ্যের উন্নয়নের কি চেহারা হয়েছে সেটা বিচার করতে আম জনতা কে আহ্বান করলেন উনি। সব মিলিয়ে এদিন বিজেপি সরকারের ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরলেন বিরোধী দলনেতা। আসন্ন ভোটে ধর্মনগর বাসীর পক্ষ থেকে বামেদের মনোনীত প্রার্থী অমিতাভ দত্ত ব্যাপক সমর্থন পাবে বলে আশা ব্যক্ত করেই এদিনের মত কর্মসূচী শেষ করা হল।

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে পুলিশের চোখ রাঙ্গানির শিকার যুবক

খবরে প্রতিবাদ,২ এপ্রিল ঃ 'মানুষ মানুষের জন্য , জীবন জীবনের জন্য। একটু সহানুভুতি কি মানুষ পেতে পারে না ," বর্তমান সমাজ জেনো এই কাথাগুলো ভুলেই গেছে। কারোর বিপদে কেউ এগিয়ে আসতে চায় না , পাছে বিপদে পড়ার আশঙ্কায়। দুর্ঘটনায় পতিত মৃতপ্রায় ব্যাক্তিকে ও হাসপাতালে নিয়ে জাওয়ার সাহস কেউ করে না পুলিশ কিংবা ফায়ার সার্ভিস না আসা পর্যন্ত। তাতে দুর্ঘটনার শিকার ব্যাক্তি মৃত্যুই হোক না কেনো। মানুষের ভয় যেন বাস্তবে রুপান্তরিত হলো। মানবতার হাত বাড়িয়ে পুলিশের হেনস্তার শিকার উদয়পুরের দুই যুবক। ঘটনা সোনামুড়া ইট ভাটা সংলগ্ন এলাকায়।২রা এপ্রিল বুধবার বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত মেহেদী হাসান। বয়স ২০ বছর। পিতা বাহার মিয়া, বাড়ি সোনাপুর। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে ড্রেনে পড়ে যায় বাইক সহ মেহেদী হাসান। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয় মেহেদী হাসান। সড়কে বহু লোকের সমাগম হয়। কিন্তু কেউ আহত মেহেদী হাসান কে হাসপাতালে নিয়ে যান নি। খবর পাঠানো হয় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। আর এদিকে মেহেদী হাসানের প্রচুর রক্তপাত হচ্ছিলো। ঠিক তখন একই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল উদয়পুরের দুই যুবক। অন্যারা যখন ক্যামেরায় ভিডিও করতে ব্যস্ত, তখন তারাই আহত যুবককে হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। তাড়া হুড়োর জেরে তারা ঘঠনাস্থলেই তাদের হেলমেট ভুলে যায়। আহত যুবককে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার পর পুনরায় তারা ফেলে আসা হেলমেট নেওয়ার জন্য ঘঠনাস্থলের উদ্দ্যেশে রউনা হয় নিজেদের স্কুটি চেপে। হেলমেট না থাক্যয় পুলিশ তাদের আটক করে। পুলিশ ঘঠনা সম্বন্ধে অবগত থাকা সত্বেও তাদের সাথে মানবিকতা দেখায় নি। তাদের স্কুটি নিয়ে থানায় চলে আসে বলে জানান উদয়পুরের সেই দুই যুবক। থানার বড় বাবু আসলেই নিতে পারবে স্কুটি , হয়তো ফাইন ও লাগতে পারে বলে জানান তারা। মানবতার হাত বাড়িয়ে পুলিশের হেনস্তার শিকার হলো তারা। তাদের বক্তব্য , এ হেনো কারনেই মানুষ মানুষের জন্য সাহায্যের হাত বাড়াতে চায় না। এখন দেখার , উপকারের মাশুল কতটা দিতে হয় তাদের , না কি প্রশংশিত হয় তারা , সেদিকে তাকিয়ে আছে রাজ্যের অভিজ্ঞ মহল।

কৈলাসহরে নাবালিকা নির্যাতন কাণ্ডে পুলিশের মামলা গ্রহনে অনীহা

খবরে প্রতিবাদ,২ এপ্রিল ঃ *রাজ্যে ফের নারী নিরাপত্তার প্রশ্নে বড়সড় ধাক্কা। কৈলাশহরের ভগবাননগর এলাকায় এক ৯ বছরের নাবালিকাকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে হাতেনাতে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দিল স্থানীয়রা। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে কৈলাসহর ভগবান নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা জাকির হোসেন নামে এক ব্যক্তি, পার্শবর্তী ৪ নং ওয়ার্ডের ৯ বছরের এক নাবালিকাকে ফুসলিয়ে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে নিয়ে যায়। অভিযোগ, সেখানে নাবালিকার উপর পাশবিক নির্যাতন চালায় সে। ঘটনাটি স্থানীয় মহিলাদের নজরে আসতেই তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং অভিযুক্ত জাকির হোসেনকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। অভিযোগ উঠেছে, ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে নাবালিকার হাতে ৬০০ টাকা গুঁজে দিয়ে মুখ বন্ধ করার চেষ্টাও করে অভিযুক্ত। এরপরই উত্তেজিত জনতা অভিযুক্তকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। বর্তমানে অভিযুক্ত ব্যক্তি কৈলাসহর মহিলা থানার হেফাজতে রয়েছে। নির্যাতিতার পরিবার লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে চাইলে থানা কর্তৃপক্ষ তা নিতে অস্বীকার করে বলে অভিযোগ। পুলিশের দাবি, তারা ইতিমধ্যেই একটি স্বতঃ প্রণোদিত মামলা করছে, তাই পরিবারের আলাদা অভিযোগের প্রয়োজন নেই। পুলিশের এই রহস্যজনক আচরণে ক্ষোভে ফুঁসছেন নির্যাতিতার পরিবার ও এলাকাবাসীরা।*

তিপ্রা মথার শক্তি কে হারাতে পারবে না কোনো বড় পার্টি বললেন রুনিয়েল

খবরে প্রতিবাদ,২ এপ্রিল ঃ ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের ১৪ বোধজং নগর ওয়াকিনগর কেন্দ্রের তিপ্রা মথা দল মনোনীত প্রার্থী রুনিয়েল দেববর্মা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে নিজের শক্তি প্রদর্শন জারি রাখছেন। দিনে দিনে প্রচারে বাড়ছে সমর্থনের হার এবং প্রার্থী রুনিয়েলকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা উচ্ছাস কর্মী সমর্থকদের মধ্যে। এই নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন তিপ্রা মথা দল ভিসি স্তরে শক্তি প্রদর্শন করছে এবং ব্যাপক সাড়া দিচ্ছে মানুষ। পাশাপাশি এডিসির বিরোধী দল বিজেপি সভাই করতে পারছে না এবং ছোট পার্টি বলে জারা এতদিন মথা কে হ্যায় করেছে আজ সেই বড় পার্টিই এডিসি তে হারতে যাচ্ছে। কারণ এডিসিতে তিপ্রা মথাকে কোনো শক্তি হারাতে পারবে না, থানসাকে কোনো শক্তি হারাতে পারবে না বলে দাবি করেন তিপ্রা মথা প্রার্থী রুনিয়েল দেববর্মা।

তিপ্রাসারাও অখণ্ড ভারতের অঙ্গ জিরানিয়ায় বললেন মন্ত্রী সুশান্ত

খবরে প্রতিবাদ,২ এপ্রিল ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন এক ভারত অখন্ড ভারত। তিপ্রাসা কে বাদ দিয়ে অখন্ড ভারত গঠন করা যাবে না। ২রা এপ্রিল বৃহস্পতিবার আসন্ন টিটি এ ডিসি নির্বাচনে ১৫ নং জিরানিয়ায় বিজেপি মনোনীত প্রার্থী অভিজিৎ দেববর্মা সমর্থনে পুরান মান্দাই চৌমুহনী এলাকায় আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। বর্তমানে ত্রিপ্রা মথা ও সরকারে ও মন্ত্রীসভায় রয়েছে। তা সত্বেও এককভাবে লড়াই করছে উভয় দল। কারণ রাজ্য সরকার রাজ্য কে অঞ্চলে ভাগ করতে চায় না। তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী আরোও বলেন , তিনি আশাবাদী ১৫ নং জিরানিয়া বিজেপি মনোনীত প্রার্থী অভিজিৎ দেববর্মা বিপুল ভোটে জয়জুক্ত হবেন সারা রাজ্যে যখন বিজেপি জয়ী হবে তখন রাজ্যেও বিজেপি সরকার , এ ডিসি তে ও হবে বিজেপি সরকার। ফলে রাজ্য ও এডিসি যৌথ ভাবে ত্রিপ্রাসাদের উন্নয়ন করবে বলে জানান মন্ত্রী।মন্ত্রীর বক্তব্যে স্পস্ট আসন্ন স্ব শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে বিজেপির জয় ও জন জাতিদের উন্নয়ন যেন উতোপ্রতোভাবে জড়িত। এখন দেখার জন জাতি গোষ্ঠী এ ডিসি র ক্ষমতা কার হাতে দেয়, সেদিকে তাকিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল । অপেক্ষা আর মাত্র ১০ দিনের। এদিনের সভায় মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সাথে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। পাশাপাশি ৪৮ পরিবার ১৪২ ভোটার বিভিন্ন দল ছেড়ে বিজেপি দলে যোগদান করেন।

এন্টি নারকোটিক পুলিশের অভিযানে ৩১৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার

খবরে প্রতিবাদ,২ এপ্রিল ঃ এবার গাঁজা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেলো রাজ্য পুলিশের এন্টি নারকটিক শাখার পুলিশ। জানা গেছে রাজ্য পুলিশের এন্টি নারকটিক শাখার এসপি শ্যামানন্দ শর্মার কাছে গোপন সুত্রে খবর আসে যে কলমচৌড়া থানার অন্তর্গত জুমের টিলা মসজিদ সংলগ্ন বাদল মিয়ার বাড়িতে শুকনো গাঁজা ভর্তি ড্রাম মজুত রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার এস পি শ্যামানন্দ শর্মা একটি বিশেষ টিম গঠন করে সেখানে অভিযানে পাঠায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে অ্যান্টি নারকটিক শাখার বিশেষ টিমের আধিকারিকরা কলমচৌড়া থানার ওসি সুবিমল বর্মন সহ থানার অন্যান্য পুলিশ ও টিএসআর এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে জুমের টিলা মসজিদ সংলগ্ন বাদল মিয়ার বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযান চালিয়ে বাদল মিয়ার বাড়িতে মাটির নিচ থেকে ছোট-বড় একাধিক প্লাস্টিক ড্রাম ভর্তি মোট ৩১৪ কেজি শুকনো গাজা উদ্ধার করে। যদিও এই অভিযানে বাড়ির মালিক বাদল মিয়া পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। পরে পুলিশ তার পেছনে ধাওয়া করে অবশেষে তাকে আটক করতে সক্ষম হয়।

গ্যাস সিলিন্ডার চোর টোটো চালক আটক

খবরে প্রতিবাদ,২ এপ্রিল ঃ গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে পলাতক এক ই রিক্সা চালক কে আটক করলো রিক্সা শ্রমিক সংঘের কর্মীরা। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, বিশালগড় একটি গ্যাস এজেন্সি থেকে গ্যাস নেওয়ার পর একজন মহিলা উক্ত ই রিক্সা চালক কে গ্যাস সিলিন্ডার টি বাড়ি পৌঁছে দিতে বলে। সেই সুযোগে মহিলার নজর এড়িয়ে চালক সিলিন্ডার টি নিয়ে পালিয়ে যায়। জানা যায় সে চড়িলাম অটো স্ট্যান্ড এর গাড়ি চালক। অতঃপর বহু খোঁজাখুঁজির পর তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় চড়িলাম অটো রিক্সা শ্রমিক সংঘের সদস্যরা। এধরনের চোর দের কারনে স্ট্যান্ড এর নাম কালিমালিপ্ত হচ্ছে বলএ আক্ষেপ প্রকাশ করে দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়েছেন তারা।

সম্পাদকীয়

৩ বর্ষ, শুক্রবার, ১৯ চৈত্র, ১৪৩২ বাংলা

ক্ষতির আগে ও পরে

প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়। বন্যা ভূমিকম্প হয়। মানুষের ক্ষতি হয়। সে ক্ষতি নিরূপণ করে ক্ষতিপূরণ করা সরকারের দায়িত্ব। মঙ্গলকামী সরকার সেটাই করবেন। বন্যায় এবার রাজ্যের অভূতপূর্ব ক্ষতি হয়েছে। সরকারি ক্ষতিপূরণের আর্থিক পরিমাণ নগণ্য বলে অভিযোগ। এ অভিযোগের সত্যাসত্য যা-ই হোক, আসলেই কি আর্থিক সহায়তা করে ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব? যতটা ক্ষতি হয়েছে, ঠিক ততটা পুষিয়ে দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্তত আর্থিক ভাবে সেটা অসম্ভব। সম্ভব যে উপায়ে সেটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। তাতে হয়তো তাৎক্ষণিক আর্থিক লাভালাভ দেখা যাবে না। কিন্তু কৃষকের জমি সংস্কার, পুনরায় চাষের জন্য বীজ ও অত্যাবশ্যকীয় কৃষি সামগ্রী দিলে সে হবে কাজের কাজ। যাদের ঘর গেছে, তাদের ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে কাজের কাজ। ঘরের জন্য প্রকল্প রয়েছে। প্রায় প্রতিটি গণপ্রয়োজনের জন্য প্রকল্প রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের শেষ নেই। সে-সব প্রকল্পের সুবিধা দিলেই প্রকৃত ক্ষতিপূরণ করা হবে। মুশলিক হল, সরকারের প্রকল্পের অতই বাহুল্য যে, ঠিক কত প্রকল্প আছে, সে-সব কী করে পাওয়া যেতে পারে, তা অধিকাংশ মানুষ জানেন না। তাদের জানানোর জন্য শাসকদল দলীয় ভাবে উদ্যোগ নেয়। প্রচার করে। কিন্তু সে তো রাজনৈতিক কার্যক্রম। আসল কাজ তো করার কথা প্রশাসনের। পঞ্চায়েত কিংবা অন্যবিধ স্থানীয় সরকারের। সেটা হচ্ছে কই? আর্থিক অনুদান এবং সাহায্য আজকাল প্রায় প্রতিটি সরকারের প্রধান রাজনৈতিক অস্ত্র হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন রাজ্য সরকার সরাসরি টাকা তুলে দিচ্ছে মানুষের হাতে। সামান্য টাকাই। তবে তার উপর কোনও না কোনও ভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে মানুষ। দুস্থ, অসমর্থ এবং বৃদ্ধ ও ছাত্রকল্যাণসহ অনেক ক্ষেত্রে নগদ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। দুর্গতদেরও প্রাথমিক ভাবে আর্থিক সাহায্যই করতে হবে। কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী ফল দেবে। আসল কাজটি করতে হবে স্থায়ী ভাবে। কিন্তু সেদিকে সরকার কিংবা বিরোধী কারও তেমন মনোযোগ নেই। বহু প্রকল্প বাস্তবে কার্যকর নেই। রাজনৈতিক কারণে সে-সবের প্রচার আছে। সুতরাং শাসকদল বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে নীরব থাকে। বিরোধীরা সরকারের প্রকল্পের অধীন সহায়তা দানের কথা বলে না। তাতে এমন প্রকল্পের উপকারিতা স্বীকার করে নেওয়া হয়। সুতরাং তারাও নীরব থাকে। তাই তারাও দাবি তোলে আর্থিক সাহায্য, চাকরিইত্যাদি চটকদার বিষয়ে। আর এসব ডামাডোলের মাঝে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ আরও ক্ষতির নীচে তলিয়ে যায়। সে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ হোক কি শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত।

পরিষেবা

হাসপাতাল ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি ঃ ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক ঃ ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স ঃ রামঠাকুর সংঘ ঃ ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব ঃ ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা ঃ ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিভার্স ঃ ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা ঃ ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব ঃ ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাবঃ ৮৭৯৪১ ৬৮ ২৮১ শতদল সংঘ ঃ ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন ঃ ১০৯৮ (টোলফ্রিঃ ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম ঃ ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস ঃ ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব ঃ ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ ঃ ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। শববাহী যান ঃ ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা ঃ ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৬৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিণ্ডিকেট ঃ ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন ঃ ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স ঃ ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) ঃ ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব ঃ ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার ঃ ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস ঃ প্রধান স্টেশন ঃ ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট ঃ ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন ঃ ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার ঃ ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ ঃ পশ্চিম থানা ঃ ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা ঃ ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা ঃ ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা ঃ ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল ঃ ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ ঃ ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইণ্ডিয়া ঃ ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইণ্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর ঃ ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইণ্ডিগো ঃ ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস ঃ রিজার্ভেশন ঃ ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস ঃ টি আর টি সি বিল্ডিং ঃ ২৩২-৫৬৮৫।

শরীর সুস্থ রাখবে

প্রাতরাশে ময়দার পরোটা বা আটার রুটি খেলেও অম্বল হয় অনেকের। আবার যাঁদের অ্যাসিড রিফ্লাক্সের সমস্যা আছে, তাঁরা পাউরুটি খেলেও মনে হয় গলার কাছে জ্বালা করছে। ছোটরা সকালের জলখাবারে লুচি-পরোটা বা ম্যাগি খাওয়ার জন্যও বায়না করে। সে সব রোজ খেলে পেটের অসুখ হতে বাধ্য। আবার ওট বা ডালিয়া রোজ খেতেও মন চায় না। সে ক্ষেত্রে প্রাতরাশে এমন খাবার বেছে নিতে হবে যা সকাল সকাল শরীরে

প্রোটিন, ভিটামিন ও ফাইবারের জোগানও দেয় এবং গ্যাস-অম্বলের সমস্যাও না হয়। সে দিক থেকে রাগি অনেক বেশি উপকারী। রাগি দিয়েও সুস্বাদু নানা খাবার তৈরি করা যায়। রইল এমনই তিন রকম রেসিপি। রাগি দিয়ে আলুর পরোটা আলু সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে নিতে হবে। আলু সিদ্ধ মাখার সময়ে আলু থেকে সব জল বার করে নিতে হবে। পুর যতটা শুকনো হবে, তত পরোটা তৈরি করতে সুবিধা হবে। আলু মাখার সময়ে দেখে নিন আলু মাখার মধ্যে কোথাও যেন দলা পেকে না থাকে। এ বার তার মধ্যে রাগির আটা, নুন, গরম মশলা, লঙ্কা গুঁড়ো ও মেথি শাকের পাতা মিশিয়ে ভাল করে মাখতে হবে। মণ্ড তৈরি হয়ে গেলে তাতে সামান্য তেল মাখিয়ে ঢেকে রেখে দিন আধ ঘণ্টার মতো। এ বার মণ্ড থেকে গোল গোল করে লেচি কেটে নিয়ে বেলে নিন। গোল করেও বেলতে পারেন আবার পরোটার মতো তিন কোণাও বেলা যায়। চাটুতে হালকা ঘি মাখিয়ে পরোটার এ পিঠ ও পিঠ হালকা হাতে ভেজে নিন।একটি বড় পাত্রে রাগি, চিলি ফ্লেকস, অরিগ্যানো, নুন ও ধনেগুঁড়ো মিশিয়ে নিন। তাতে গাজরুচি, ক্যাপসিকামকুচি, পেঁয়াজকুচি দিয়ে অল্প জল দিয়ে ঘন ব্যাটার তৈরি করুন। এ বার নন-স্টিক প্যানে সামান্য সাদা তেল গরম করে তাতে এক হাতার মতো ব্যাটার ছড়িয়ে দিন। কম আঁচে এক পিঠ ভেজে অন্য পিঠও ভেজে নিন।রাগির ইডলি এর জন্য লাগে রাগির আটা, সুজি, দই, মুগ ডাল বাটা, নারকেল কোরা, কারি পাতা। রাগি আটা, সুজি, ডাল বাটা দই একসঙ্গে মেখে নিতে হবে।নুন,চিনি আর প্রয়োজন হলে অল্প জল দিয়ে ঘন করে মেখে নিয়ে ইডলি স্ট্যান্ডে সামান্য তেল ব্রাশ করে ওই মিশ্রণ দিতে হবে। এর পর প্রেসার কুকারে জল নিয়ে ইডলি স্ট্যান্ড বসিয়ে ভাপিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে রাগির ইডলি। খুবই পুষ্টিকর। ক্যালোরির পরিমাণ কম থাকায় এটি প্রাতরাশে খেলে ওজনও বাড়বে না।

এআইয়ের যুগে কর্মসংস্থান কতখানি বৃদ্ধি করা সম্ভব ?

।। ইন্দ্র দে।।

ধনী এক শতাংশের দখলে যখন দেশের ৪০ শতাংশ সম্পদ, তখন বিশ্বের দ্রুততম আর্থিক বৃদ্ধির হার নিয়ে এত বড়াই করার অর্থ কী? দেশে বেকারত্বের হারও চরম জায়গায়। এআইয়ের যুগে কর্মসংস্থান কতখানি বৃদ্ধি করা সম্ভব? পণ্যের চাহিদা বাড়িয়েই কি বৈষম্য ও বেকারত্বের সুরাহা হবে?আর্থিক বৃদ্ধির হার নিয়ে যখন হইচই চলছে, তখন সামনে চলে এল ২০২৬-এর বিশ্ব বৈষম্য রিপোর্ট। এতে ভারতের বিশেষ অগ্রগতি লক্ষ করা যাচ্ছে না। আর্থিক বৈষম্য নিয়ে গবেষণা করেন এমন অর্থনীতিবিদদের ২০০টি গবেষণাপত্রের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে এই রিপোর্ট। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটি কয়েক বছর আগে আর্থিক বৈষম্য নিয়ে তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছিলেন, ভারতে আর্থিক বৈষম্যের চিত্র ব্রিটিশ আমলের চেয়েও খারাপ। সেই ছবি যে বিশেষ বদলায়নি, তা ২০২৬-এর রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে!

রিপোর্ট বলছে ভারতের জাতীয় আয়ের ৫৮ শতাংশ কুক্ষিগত করে রেখেছে অপেক্ষাকৃত ধনী ১০ শতাংশ। আয়ের সারণিতে নিচের ৫০ শতাংশে থাকা মানুষের ভাগে জাতীয় আয়ের মাত্র ১৫ শতাংশ পৌঁছয়। এটা কোনও অভিনব তথ্য নয়, দেশের দিকে তাকালে একটি শিশুও এই বৈষম্য বুঝতে পারে। সম্পদ বণ্টনের নিরিখে এই ছবি আরও ভয়াবহ। ধনী এক শতাংশের দখলে রয়েছে দেশের ৪০ শতাংশ সম্পদ। আয় সারণির উপরের ১০ শতাংশের হাতে রয়েছে দেশের ৬৫ শতাংশ সম্পদ। মধ্যবর্তী ৪০ শতাংশের হাতে রয়েছে দেশের ২৮.৬ শতাংশ সম্পদ। দেশের বাকি অর্ধেক মানুষের হাতে দেশের মোট সম্পদের মাত্র ৬.৪ শতাংশ রয়েছে। বলা বাহুল্য যে ব্রিটিশ আমলেও এই পরিমাণ বৈষম্য ছিল না। কয়েক বছর আগে ভারতের এই 'সত্যি' বিশ্বের সামনে তুলে ধরে শোরগোল ফেলেছিলেন পিকেটি।

এবারের বিশ্ব বৈষম্য রিপোর্ট অনুযায়ী, বার্ষিক মাথাপিছু আয়ের নিরিখে ভারতের বৈষম্যের ছবিটি কী, সেটাও দেখে নেওয়া যেতে পারে। রিপোর্টে বলা হচ্ছে, আয়ের সারণিতে নিচের দিকে থাকা দেশের ৫০ শতাংশ মানুষের বার্ষিক মাথাপিছু গড় আয় ৯৪০ ইউরো। মধ্যবর্তী ৪০ শতাংশের গড় বার্ষিক মাথাপিছু আয় চার হাজার ২৪৭ ইউরো। আয়ের সারণিতে শীর্ষে থাকা ১০ শতাংশ মানুষের গড় বার্ষিক মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ৩৫ হাজার ৯০১ ইউরো। দেশের সবচেয়ে ধনী এক শতাংশের গড় বার্ষিক মাথাপিছু আয় এক লক্ষ ৪০ হাজার ৬৪৯ ইউরো। ভারত প্রায় দেড়শো কোটি মানুষের দেশ। তার মানে দেশের প্রায় দেড় কোটি মানুষের গড় বার্ষিক মাথাপিছু আয় প্রায় দেড় কোটি টাকা। অন্যদিকে, দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা, ৭৫ কোটির গড় বার্ষিক মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ এক লক্ষ টাকার কম। এই পরিসংখ্যানে আবারও স্পষ্ট দেশের এক শতাংশ বড়লোক এখন কতটা ধনী। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মাথাপিছু আয়ের সঙ্গে ধনী মানুষদের আয়ের ব্যবধানটা ইদানীং চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত মাসে ৮ হাজার টাকা রোজগার করলে একজন ধনীর মাসিক আয় ১২-১৩ লক্ষ টাকা। বৈষম্যের এই ছবিটা স্বাধীনতার সময় তো ছিল না, এমনকী গত শতকের শেষের দিকেও ছিল না। দেশ গত শতকের নয়ের দশকের গোড়ার দিকে বিশ্বায়নের নীতি গ্রহণের সময়েই জানা ছিল যে, এই বিশ্বায়নের দু'টি বৈশিষ্ট্য। একদিকে এটি আর্থিক বৈষম্য তীব্র করবে, অন্যদিকে এটি কর্মসংস্থানহীন আর্থিক বৃদ্ধির পরিস্থিতি তৈরি করবে। গত সাড়ে তিন দশকে সেটাই ঘটে চলেছে। অর্থনীতিবিদদের গবেষণায় বারবার সেই ছবিটাই উঠে আসছে। যখনই সেইসব রিপোর্ট সামনে আসছে, তখনই তা সংবাদমাধ্যম তুলে ধরছে। বস্তুত সংবাদমাধ্যমের সেটাই কাজ। এর বিপ্রতীপে দেশের সরকার আর্থিক বৃদ্ধির হার ও জাতীয় আয়ের পরিমাণ নিয়ে ঢাক বাজিয়ে চলছে।সম্প্রতি, একটি সর্বভারতীয় পাক্ষিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানিয়েছেন, ভারত এখন বিশ্বের দ্রুততম আর্থিক বৃদ্ধির দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি। তাদের বৃদ্ধির হার মাত্র ২ শতাংশ। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি চিন। তাদের বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ। জাপান ও ইউরোপীয় দেশগুলির বৃদ্ধির হার এক শতাংশের আশপাশে। সেখানে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি গড়ে আট শতাংশ। ভারতের ধারেকাছে একমাত্র রয়েছে ইন্দোনেশিয়া। যাদের আর্থিক বৃদ্ধির হার ৫ থেকে সাড়ে ৫ শতাংশ।

দ্রুততম আর্থিক বৃদ্ধির হার নিয়ে বড়াই করার অর্থ কী? শুধু আর্থিক বৈষম্যই নয়, দেশে বেকারত্বের হারও এক চরম জায়গায় পৌঁছেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমলে দেশে বেকারত্বের হার ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। অর্থাৎ, এই আর্থিক বৃদ্ধি কর্মসংস্থানহীন। ১৯৯১ সালে আর্থিক সংস্কার প্রক্রিয়া শুরুর সময়ই অর্থনীতিবিদদের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, এই সংস্কার তীব্র আর্থিক বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে এক কর্মসংস্থানহীন আর্থিক বৃদ্ধির পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। গত সাড়ে তিন দশকে দেশের সংগঠিত ক্ষেত্র কার্যত বিলুপ্ত।

৯০ শতাংশের উপর মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে কোনওক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন করে। সংগঠিত ক্ষেত্র কার্যত বিলোপের পথে যাওয়াতেই যে আর্থিক বৈষম্য আরও তীব্র হচ্ছে তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে কর্মসংস্থান কতখানি বৃদ্ধি করা সম্ভব, সেই প্রশ্ন উঠবে। সরকারি স্তরে শুধু চাহিদা বৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে। পণ্যের চাহিদা বাড়িয়েই কি বৈষম্য ও বেকারত্বের সুরাহা সম্ভব? গত তিন দশক ধরে এর সদুত্তর মিলছে না। জিএসটি, নতুন শ্রম বিধি, শিল্পকে নানারকম উৎসাহ প্রদান, কর্পোরেট করের হার কমানো ইত্যাদি কোনও আর্থিক সংস্কারই কর্মসংস্থান বাড়াতে পারেনি।

বৈষম্যের হার কমানোর জন্য সম্পদ কর বসানো, উচ্চ আয়ের উপর কর বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি ও অন্যান্য পরিকাঠামোয় বিপুল সরকারি ব্যয় ইত্যাদি পদক্ষেপগুলি জরুরি। এগুলি করলে বৈষম্য কমতে পারে ও সাধারণ মানুষের সমস্যার কিছুটা সুরাহা ঘটতে পারে। কিন্তু তাতে সরকারের বিশেষ উৎসাহ আছে বলে মনে হয় না। সরকার তো বর্তমান সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিরই গুরুত্ব ক্রমাগত কমিয়ে চলেছে। এর সর্বশেষ উদাহরণ, ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প নিয়ে সংসদে সরকারের অবস্থান। সংশোধিত আইনে বলা হচ্ছে, ১০০ দিনের কাজ আর অধিকার বলে বিবেচিত হবে না। বিশ্ব বৈষম্য রিপোর্টকে ফের বাজে কাগজের ঝুড়িতে হয়তো মোদি সরকার নিক্ষেপ করবে। সেটা না-করে যদি সরকার একে তাদের নীতিনির্ধারণে কিছুটা ব্যবহার করে, তাহলে দেশের উপকার হয়।

গণতন্ত্রের প্রকৃত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে না

দীপঙ্কর দেব

দশকের পর দশক ধরে ভারতের রাজনীতিতে একটি পরিবার প্রভাব টিকিয়ে রেখেছে। সেই পরিবার হলো নেহরু-গান্ধী বংশের পরিবার। পরিবারটির সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রাম ও স্বাধীন ভারতের ইতিহাস গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। এই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, নেহরু—কন্যা সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, ইন্দিরাপুত্র সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। আর বর্তমানে রাজনীতির অগ্রভাগে আছেন রাজীব গান্ধীর পুত্র কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এবং কন্যা লোকসভার সদস্য প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্র।

রাজনৈতিক নেতৃত্বও বংশানুক্রমে পাওয়া যায়এমন ধারণাকে পরিবারটি প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। ধারণাটি এখন ভারতের রাজনীতির প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি দল ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও নেহরু-গান্ধী পরিবার ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস দলের সঙ্গে যুক্ত, তবু বংশানুক্রমিক নেতৃত্ব এখন ভারতের সব রাজনৈতিক দলের মধ্যেই দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, জনতা দলের গঠনে প্রভাবশালী ভূমিকা রাখা বিজয়নন্দ (বিজু) পট্টনায়কের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে নবীন পট্টনায়ক লোকসভায় তাঁর আসনে নির্বাচিত হন। পরে নবীন তাঁর বাবার স্মরণে বিজু জনতা দল (বিজেডি) প্রতিষ্ঠা করেন এবং ওড়িশা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হন। ওই পদে তিনি দুই দশকের বেশি সময় ধরে দায়িত্ব পালন করছেন। মহারাষ্ট্রভিত্তিক শিব সেনা দলের প্রতিষ্ঠাতা বাল ঠাকরে মারা যাওয়ার আগে দলের নেতৃত্ব তাঁর ছেলে উদ্ধব ঠাকরেকে দিয়ে যান। উদ্ধবের ছেলে আদিত্য ঠাকরে এখন খোলাখুলিভাবেই উত্তরাধিকারের অপেক্ষায় আছেন। একইভাবে সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও উত্তর প্রদেশের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদবের পর তাঁর ছেলে অখিলেশ যাদব সেই পদে আসীন হন। বর্তমানে অখিলেশ লোকসভার সদস্য এবং দলের সভাপতি। লোক জনশক্তি পার্টির নেতা রাম বিলাস পাসোয়ানের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে চিরাগ পাসোয়ান দলটির নেতৃত্বে এসেছেন। ভারতের মূল ভূখণ্ড ছাড়াও জম্মু ও কাশ্মীরে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে আবদুল্লাহ পরিবার। এই পরিবার তিন প্রজন্ম ধরে রাজ্যের নেতৃত্বে রয়েছে। সেই রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলও মুফতি পরিবারের মাধ্যমে দুই প্রজন্ম ধরে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। পাঞ্জাবে দীর্ঘদিন ধরে শিরোমনি আকালি দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রকাশ সিং বাদল। পরে দলের দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁর ছেলে সুখবীর বাদল। তেলেঙ্গানায় ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস) দলের প্রতিষ্ঠাতা কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের ছেলে ও মেয়ের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। আর তামিলনাড়ুতে প্রয়াত এম করুণানিধির পরিবারই এখনো শাসক দল দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাঝাগম (ডিএমকে) নিয়ন্ত্রণ করছে। তাঁর ছেলে এম কে স্টালিন বর্তমানে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর নাতি ইতিমধ্যে পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষিত হয়েছেন। এ ঘটনাটা শুধু কিছু পরিচিত বা প্রভাবশালী পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি ভারতের শাসনব্যবস্থার গভীরে গেঁথে আছে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে লোকসভার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত এটি ছড়িয়ে আছে। সাম্প্রতিক এক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ১৪৯টি পরিবার একাধিক সদস্যসহ রাজ্য আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব করছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ১১ জন মন্ত্রী এবং ৯ জন মুখ্যমন্ত্রীও আছেন,

যাঁদের পারিবারিক রাজনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। ২০০৯ সালের নির্বাচনের একটি গবেষণায় দেখা যায়, ৪৫ বছরের নিচের দুই-তৃতীয়াংশ এমপিরই ঘনিষ্ঠ স্বজন রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। তরুণ এমপিদের প্রায় সবাই সংসদীয় আসন উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পিতা—মাতা থেকে উত্তরাধিকার পেয়েছেন। সব রাজনৈতিক দল মিলিয়ে দেখা যায়, নারী এমপিদের ৭০ শতাংশই রাজনৈতিক বংশ বা পরিবারের সদস্য। এমনকি যেসব নারী রাজনীতিবিদের সরাসরি উত্তরাধিকারী নেই (যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা কুমারী মায়াবতী), তাঁরাও তাঁদের উত্তরসূরি হিসেবে ভাইপোদের বেছে নিয়েছেন। তবে ন্যায্যভাবে বললে এই পারিবারিক বা বংশগত রাজনীতি পুরো ভারতীয় উপমহাদেশেই দেখা যায়। পাকিস্তানে ভুট্টো ও শরিফ পরিবার, বাংলাদেশে শেখ ও জিয়া পরিবার আর শ্রীলঙ্কায় বন্দরনায়েকে ও রাজাপক্ষ পরিবার। কিন্তু ভারতের প্রাণবন্ত গণতন্ত্রের সঙ্গে এই বংশানুক্রমিক রাজনীতি একেবারেই বেমানান মনে হয়। তাহলে প্রশ্ন আসে, ভারত কেন এত আগ্রহ নিয়ে এই 'রাজনৈতিক বংশতন্ত্র' মডেল গ্রহণ করেছে? এর একটি কারণ হতে পারেএখানে পরিবার নিজেই একধরনের 'ব্র্যান্ড' হিসেবে কাজ করে। পরিচিত নামধারী প্রার্থীদের ভোটারদের আস্থা অর্জন বা মনোযোগ টানতে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয় না। যদি ভোটাররা কোনো প্রার্থীর বাবা, খালা বা ভাইকে গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে সেই প্রার্থীকেও সহজেই মেনে নেন। এখানে বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ার বাড়তি প্রয়াসের দরকার পড়ে না। এই প্রভাব, বিশেষ করে অতীতের ভারতে (যখন দেশে সাক্ষরতার হার ছিল কম এবং গণমাধ্যমের পরিসর ছিল সীমিত) বেশি কাজ করত। কিন্তু এখন যখন সাক্ষরতার হার প্রায় ৮১ শতাংশ এবং মোবাইল ইন্টারনেটের প্রবেশাধিকার ৯৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে, তখন নিশ্চয়ই অন্য কিছু কারণও কাজ করছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর একটি হলো রাজনৈতিক দলের ভেতরের কাঠামো। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ভারতের বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এখানে নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রক্রিয়া প্রায়ই অস্পষ্ট থাকে; এখানে সিদ্ধান্ত নেয় এমন একদল ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা কোনো একক নেতা, যাঁরা পরিবর্তন আনতে খুব একটা আগ্রহী নন। এর ফলে দেখা যায়, যোগ্যতার চেয়ে আত্মীয়তাই বেশি মূল্য পায়। অর্থাৎ, স্বজনতোষণই মেধার চেয়ে এগিয়ে থাকে। রাজনীতিতে আসতে বিপুল অর্থ ও সম্পদের দরকার যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, তখন অবস্থাটা আরও কঠিন হয়। রাজনৈতিক বংশ বা রাজবংশীয় পরিবারগুলোর হাতে সাধারণত প্রচুর আর্থিক সম্পদ থাকে। এই সম্পদ তারা বছরের পর বছর ক্ষমতায় থেকে গড়ে তুলেছে। তা ছাড়া তাদের হাতে অনুদানদাতা নেটওয়ার্ক, দলীয় কর্মী, এমনকি স্থানীয় দুষ্কৃতকারীসহ নির্বাচনী কাঠামো তাঁদের হাতে প্রস্তুত অবস্থায় থাকে। এই সুবিধাগুলো তাদের নতুন প্রার্থীদের তুলনায় বিরাট এক বাড়তি শক্তি দেয়। ভারতে রাজনৈতিক বংশতন্ত্রের পেছনে সাংস্কৃতিক দিকও থাকতে পারে। ভারতে আধুনিকায়নে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে বটে, তবে ভারতীয় সমাজে এখনো একধরনের সামন্ততান্ত্রিক আনুগত্যবোধ টিকে আছে। একসময় স্থানীয় জমিদার বা রাজপরিবারের প্রতি যে ভয়ভক্তি দেখানো হতো, এখন তা রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিই দেখানো হয়। এতে এমন ধারণা জোরদার হয় যে রাজনৈতিক অভিজাতরা সাধারণ মানুষের চেয়ে একেবারে ভিন্ন শ্রেণির মানুষ। অনেকে ভাবেন, রাজনৈতিক অভিজাত পরিবারগুলোর জন্ম হয়েছে ক্ষমতায় বসার জন্য। এই আত্মবিশ্বাস বা 'অধিকারবোধ' এত প্রবল যে তা তাঁদের অপরাধমূলক কাজের রেকর্ডকেও আড়াল করে দেয়। ফলে বারবার নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পরও এই রাজনৈতিক পরিবারের সদস্যরা দলগুলোর নেতৃত্ব ধরে রাখতে পারেন। কিন্তু বংশানুক্রমিক রাজনীতি ভারতের গণতন্ত্রের জন্য ভয়াবহ হুমকি। যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা যোগ্যতা, প্রতিশ্রুতি বা জনসম্পৃক্ততার বদলে বংশের ওপর নির্ভর করে, তখন শাসনব্যবস্থার মান কমে যায়। সীমিত সংখ্যক পরিবারের মধ্য থেকেই যখন নেতৃত্ব বাছাই হয়, তখন মেধার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।তবে এখন ভারতকে বংশতন্ত্রের বদলে যোগ্যতাভিত্তিক গণতন্ত্রে (মেরিটোক্রেসি) রূপান্তর করার সময় এসেছে। এর জন্য আইনি সীমা নির্ধারণ করে মেয়াদকাল নির্ধারণ করা, রাজনৈতিক দলের ভেতরে প্রকৃত অর্থে অভ্যন্তরীণ নির্বাচন চালু করা এবং ভোটারদের শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলার মতো কিছু এর জন্য মৌলিক সংস্কার দরকার। যত দিন ভারতীয় রাজনীতি পরিবারনির্ভর থাকবে, তত দিন পর্যন্ত 'জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য জনগণের সরকার'খ্যাত গণতন্ত্রের প্রকৃত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে না।

শক্তি বাড়াচ্ছে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা

বিস্তৃত উত্তর থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে, ঝড়বৃষ্টি বাড়বে, সম্ভাবনা শিলাবৃষ্টিরও, নামবে তাপমাত্রা

নয়াদিল্লি ঃ উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের জোরালো হচ্ছে একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা। তার জেরে ভারতের এই অঞ্চলে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। সঙ্গে কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টিও হতে পারে। ফলে দেশের এই অংশে তাপমাত্রার পারদপতন হবে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, ১ এপ্রিল থেকেই এই পশ্চিমি ঝঞ্ঝা সক্রিয় হয়েছে। ৩ এপ্রিলের মধ্যে সেটি শক্তি বাড়িয়ে আরও জোরালো হতে পারে। ফলে ৩ এবং ৪ এপ্রিল থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। কোনও কোনও জায়গায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা দেশের মধ্যাঞ্চলেও। ৬ এপ্রিল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি জারি থাকবে। তবে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত শিলাবৃষ্টি চলতে পারে। এই সময়ে তাপমাত্রার পারদ নামবে।

প্রসঙ্গত, এপ্রিলের শুরুতেও দেশের অনেকাংশে এখনও তাপমাত্রা সে ভাবে বাড়েনি। তার মধ্যে পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কারণে দেশের বেশির ভাগ প্রান্তেই ঝড়বৃষ্টি চলছে। ফলে সে ভাবে তাপমাত্রার পারদ এখনও চড়েনি। মার্চের শেষের দিকেও পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কারণে দিল্লি এবং এনসিআর-সহ উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৃষ্টি হয়েছে। তবে পশ্চিমি ঝঞ্ঝাটি দেশের বিশাল অংশ জুড়ে বিস্তৃত হওয়ায়, এখনই ঝড়বৃষ্টি থেকে সহজে রেহাই মিলবে না বলে পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন। একটি শক্তিশালী পশ্চিমি ঝঞ্ঝা গুজরাত এবং রাজস্থান সীমায় অবস্থান করছে। সেটি যখন উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করবে তখন আবহাওয়া দুর্য্যোগপূর্ণ হয়ে উঠবে। এই পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কারণে জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখে ভারী বৃষ্টি, তুষারপাত এবং ঝড় হতে পারে। পঞ্জাব, রাজস্থানে ঝড়বৃষ্টি হবে। এ ছাড়াও হরিয়ানা, দিল্লি-এনসিআর, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশেও ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রের মধ্য এবং দক্ষিণ ভাগ, ছত্তীসগঢ়, তেলঙ্গানা, ওড়িশার একাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। হিন্দুস্তান টাইমস-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্চে সাধারণত ৫-৬টি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা হয়। কিন্তু এ বার সেখানে ৮টি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা হয়েছে। এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত আরও তিনটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হতে পারে।

ইরান যুদ্ধ দ্রুত শেষ করার বার্তা ট্রাম্পের

নয়াদিল্লি ঃ ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ আর দু'তিন সপ্তাহেই শেষ হয়ে যাবে বলে দাবি করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার স্থানীয় সময় বুধবার

রাতে হোয়াইট হাউস থেকে ইরান যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন ট্রাম্প। তিনি দাবি করেন, মার্কিন সামরিক বাহিনী ইরানের সামরিক শক্তির উপর বিধ্বংসী আঘাত হেনেছে। খুব শীঘ্রই যুদ্ধ শেষ হবে। ইরান আর দু'তিন সপ্তাহের বেশি লড়াই চালিয়ে নিয়ে যেতে অক্ষম।

ট্রাম্প বলেন, ''আজ রাতে ইরানের নৌবাহিনী ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সে দেশের বিমান বাহিনীও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং ইরানের অধিকাংশ নেতাই এখন মৃত। 'ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস'-এর কমান্ড এবং কন্ট্রোল ব্যবস্থা এই মুহূর্তে ধূলিসাৎ করা হচ্ছে। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন উৎক্ষেপণের ক্ষমতাও এখন আর তত শক্তিশালী নেই। ইরানের অস্ত্র কারখানা ও রকেট লঞ্চারগুলি টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।''

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জোর দিয়ে বলেন, ''মার্কিন অভিযানের প্রধান লক্ষ্য ছিল ইরানের নৌবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করা এবং ওদের পরমাণু বোমা তৈরির ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া।'' ট্রাম্প জানান, সামরিক শক্তি হিসাবে আমেরিকা অপ্রতিরোধ্য। তিনি বলেন, ''এই যুদ্ধ আমেরিকার শিশু ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি প্রকৃত বিনিয়োগ।''

জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণে ইরানের পাশাপাশি ভেনেজুয়েলার প্রসঙ্গেও কথা বলেন ট্রাম্প। প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে দ্রুত গ্রেফতার করার অভিযানের জন্য মার্কিন সামরিক বাহিনীকে ধন্যবাদ জানান তিনি। ট্রাম্প বলেন, ''মাদুরোর গ্রেফতার অভিযান বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হয়েছে।'' আমেরিকা ও ভেনেজুয়েলার তেল উৎপাদন নিয়েও বার্তা দেন ট্রাম্প। তিনি জানিয়ে দেন, আমেরিকার বিদেশ থেকে তেল কেনার প্রয়োজন নেই।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সকালে ইরানের উপর ইজরায়েল ও আমেরিকা বিমান হামলা (যার পোশাকি নাম যথাক্রমে 'অপারেশন লায়নস রোর' এবং 'অপারেশন এপিক ফিউরি') চালিয়েছিল। মার্কিন যুদ্ধবিমান থেকে নিক্ষেপ করা 'বাঙ্কার ব্লাস্টার' বোমায় মৃত্যু হয়েছিল ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা, ৮৬ বছরের খামেনেই-সহ একাধিক শীর্ষনেতার। এই পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটনের কোনও 'চাপিয়ে দেওয়া শর্ত' মানা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন ইরানের নতুন নেতৃত্ব। ফলে ট্রাম্পের তরফে ইরানের দেওয়া 'যুদ্ধবিরতির অনুরোধের' দাবির সত্যতা নিয়ে সন্দিহান অনেকেই।

যুদ্ধের আবহে আবারও গৃহবন্দি দেশ!

হোয়াটসঅ্যাপে ছড়াচ্ছে মোদি সরকারের 'লকডাউন নোটিস'

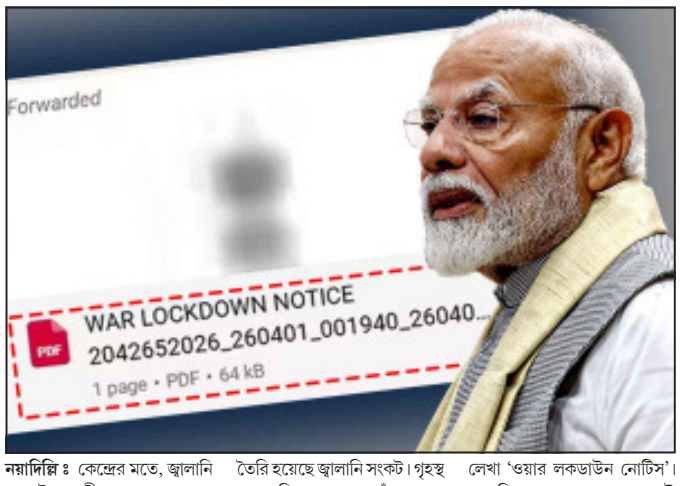

নয়াদিল্লি ঃ কেন্দ্রের মতে, জ্বালানি সংকটের যাবতীয় খবর ভুয়ো। দেশে পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত রয়েছে। সমস্ত পেট্রল পাম্পের পরিষেবা যথাযথ চলছে। আপাতত ৬০ দিন প্রত্যেক দেশবাসীর জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত রয়েছে।

জ্বালানি সংকটের জেরে দেশজুড়ে আবারও লাগু হবে লকডাউন! আমজনতার মনে ক্রমেই আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। এহেন আশঙ্কার মধ্যেই দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ। আমজনতার ফোনে পৌঁছে যাচ্ছে 'ওয়ার লকডাউন' নোটিস। কেন্দ্র সরকারের সিলমোহর দেওয়া পিডিএফ দেখেই ভয়ে কাঁটা হয়ে যাচ্ছেন অনেকে। ফলে আমজনতার মধ্যে প্রশ্ন, আবারও কোভিডকালের মতো দেশজুড়ে সমস্ত কিছু থমকে যাবে? জীবিকা হারাবেন হাজারে হাজারে মানুষ? মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের জেরে দেশজুড়ে তৈরি হয়েছে জ্বালানি সংকট। গৃহস্থ গ্যাস বুকিংয়ের ক্ষেত্রে বেঁধে দেওয়া হয়েছে সময়সীমা। এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে। পেট্রল পাম্পেও তেল নেওয়ার জন্য লম্বা লাইন পড়ছে। যদিও কেন্দ্রের মতে, জ্বালানি সংকটের যাবতীয় খবর ভুয়ো। দেশে পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত রয়েছে। সমস্ত পেট্রল পাম্পের পরিষেবা যথাযথ চলছে। আপাতত ৬০ দিন প্রত্যেক দেশবাসীর জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত রয়েছে। তারপরেও জ্বালানি ভাণ্ডার পূর্ণ রাখতে নানা বিকল্পের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী জানিয়েছেন, লকডাউনের যা খবর ছড়াচ্ছে সবটাই ভুয়ো। তা সত্ত্বেও বুধবার দেশবাসীর হৃদকম্প বাড়িয়ে দিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপে আসা একটি বার্তা। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া পিডিএফ ফাইলের উপর রয়েছে ভারত সরকারের সিলমোহর। সঙ্গে লেখা 'ওয়ার লকডাউন নোটিস'। আতঙ্কিত আমজনতার অনেকেই ক্লিক করে ফেলেছেন সেই নোটিসে। তবে সঙ্গে সঙ্গে মুখে ফুটেছে হাসি। কারণ পিডিএফে লেখা রয়েছে 'এপ্রিল ফুল'। জ্বালানি সংকট, ভারতীয় অর্থনীতির দুরাবস্থা-সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও একচিলতে হাসি এসেছে আমজনতার জীবনে।

প্রসঙ্গত, দিনকয়েক আগে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী বলেন, 'লকডাউন লাগু হবে, এমন গুজব ছড়াচ্ছে বহু জাগায়। কিন্তু এই তথ্য একেবারে ভুয়ো। আমি পরিষ্কার করে জানিয়ে দিতে চাই, ভারত সরকার মোটেই লকডাউন চালু করার কথা ভাবছে না।' তিনি জানিয়েছেন, গোটা বিশ্বে অস্থিরতা থাকলেও ভারত বারবার সেটা সামাল দিতে পেরেছে। তবে যুদ্ধ যত গড়াচ্ছে, তেল এবং গ্যাস নিয়ে আমজনতার দুশ্চিন্তা ততই বাড়ছে।

বেঙ্গালুরুর দম্পতির মৃত্যুর জন্য দায়ী 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা'!

নয়াদিল্লি ঃ বেঙ্গালুরুর দম্পতির মৃত্যুর ঘটনায় নয়া তথ্য প্রকাশ্যে এল। সন্দেহ করা হচ্ছে, চাকরি চলে যাওয়ায় মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী বানুচন্দ্র রেড্ডি। তিনি তেলঙ্গানার বাসিন্দা। কর্মসূত্রে বেঙ্গালুরুতে থাকতেন। তাঁর স্ত্রী শাজিয়া সিরাজও একটি আন্তর্জাতিক মানের তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। সোমবার দু'জনেরই দেহ উদ্ধার হয়।

বেঙ্গালুরুর ফ্ল্যাট থেকে চন্দ্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর কথা জানার পর সেই শোক সহ্য করতে না পেরে শাজিয়াও একটি বহুতলের ১৮ তলা থেকে ঝাঁপ দেন। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, আমেরিকায় একটি সংস্থায় কাজ করতেন চন্দ্র। কিন্তু বছরখানেক আগে তাঁর চাকরি চলে যায়। ওই সংস্থায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার শুরু হয়। ফলে অনেকের চাকরি চলে যায়। সেই তালিকায় ছিলেন চন্দ্রও।

পুলিশ জানিয়েছে, চাকরি চলে যাওয়ার পর আমেরিকায় স্থানীয় কোনও চাকরি পাচ্ছিলেন না চন্দ্র। ফলে তিনি দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। দেশে ফিরে চকরির সন্ধানে বেঙ্গালুরুতে চলে আসেন। সেখানে তাঁর স্ত্রী একটি বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। কিন্তু বেঙ্গালুরুতেও উপযুক্ত চাকরি পাচ্ছিলেন না চন্দ্র। ফলে মানসিক অবসাদে ভুগতে শুরু করেন। আর্থিক সমস্যাও বাড়তে শুরু করেছিল। ভিন্ধর্মের তরুণীকে বিয়ে করায় পরিবারের সদস্যেরা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ফলে এই কঠিন পরিস্থিতিতে পরিবারের কাউকেই পাশে পাননি চন্দ্র। ভিন্ধর্মে বিয়ে করার বিষয়টি নিয়েও একটা মানসিক চাপে ছিলেন চন্দ্র। তদন্তকারী এক আধিকারিক জানিয়েছেন, চন্দ্রের বাবা তেলঙ্গানার একজন প্রভাবশালী রাজনীতিক। ফলে সে দিক থেকেও চাপ আসছিল বলে মনে করা হচ্ছে।

বেঙ্গালুরুতে চলে যাওয়ার পর তাঁর স্ত্রী একটি বহুজাতিক সংস্থায় কাজ শুরু করেন। কিন্তু চন্দ্র কাজ না পাওয়ায় ক্রমশ ভেঙে পড়ছিলেন। কাজের জন্য চন্দ্রের স্ত্রী দিন কয়েকের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন। সোমবার তিনি বাড়িতে ফেরেন। তখন জানতে পারেন তাঁর স্বামী আত্মঘাতী হয়েছেন। এই শোক সহ্য করতে না পেরে শাজিয়াও আত্মঘাতী হন।

এক কোপে চাকরি যাওয়া ওরাকলের ৩০ হাজার কর্মী কত টাকার ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন সংস্থার তরফে? অবাক করছে হিসাব

নয়াদিল্লি ঃ বুধবার এক কোপে ৩০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ওরাকল। তালিকায় রয়েছেন ভারতেরও ১২ হাজার তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী। ইতিমধ্যেই এই গণছাঁটাই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে বিশ্ব জুড়ে। ছাঁটাইয়ের কারণ হিসাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে (আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স বা এআই) দায়ী করেছেন সংস্থার কর্মীরা। দাবি উঠেছে, কৃত্রিম মেধা সংক্রান্ত পরিকাঠামোয় ব্যয় বাড়ানোর জন্য সফওয়্যার সংস্থাটি এই চরম পদক্ষেপ করেছে।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কয়েক সপ্তাহ ধরেই কাজ হারানো নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছিল ওরাকলে। এর পর বুধবার ভোরে ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের কাছে সংস্থার তরফে একটি ইমেল আসে। সেখানে বলা হয়, তাঁদের চাকরি গিয়েছে এবং বুধবারই শেষ কর্মদিবস। তার পরেই হইচই পড়ে তথ্যপ্রযুক্তি মহলে। এক ধাক্কায় চাকরি হারান ৩০ হাজার কর্মী। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে ভারতে। কাজ হারানো কর্মীদের প্রায় অর্ধেক এ দেশের। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মোট কর্মীসংখ্যার প্রায় ১৮ শতাংশ ছেঁটে ফেলেছেন ওরাকল কর্তৃপক্ষ।তবে জানা গিয়েছে, ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরাকল। সংবাদমাধ্যম 'বিজনেস ইনসাইডার'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ছাঁটাই হওয়া মার্কিন কর্মীরা চার সপ্তাহের মূল বেতন পাবেন। পাশাপাশি প্রতি অতিরিক্ত বছরের চাকরির জন্য এক সপ্তাহের ক্ষতিপূরণ পাবেন তাঁরা। তবে ২৬ সপ্তাহের বেশি ক্ষতিপূরণ কাউকেই দেওয়া হবে না। যোগ্যতা অনুযায়ী গ্র্যাচুইটি এবং স্বাস্থ্যবিমার জন্য কিছু টাকাও দেওয়া হবে মার্কিন কর্মীদের।

অন্য দিকে ওরাকলের ছাঁটাই করা ভারতীয় কর্মীরা রেডিটে তাঁদের সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ সম্পর্কে পোস্ট করেছেন। বেঙ্গালুরুর এক চাকরিচ্যুত কর্মীর দাবি, সংস্থা অব্যবহৃত ছুটির টাকা দেওয়ার পাশাপাশি ১৫ দিনের মূল বেতন ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিচ্ছে তাঁদের। পাশাপাশি ২ মাসের এক্স-গ্রাসিয়া এবং সংস্থায় চাকরির প্রতি বছরের জন্য অতিরিক্ত ১৫ দিনের টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ভারতীয় কর্মীরা ১ মাসের 'গার্ডেনিং লিভ'-এর বেতন এবং বিমার জন্য ২০,০০০ টাকা পাবেন বলেও জানা গিয়েছে। তবে এই দাবি করা হয়েছে সংবাদমাধ্যমে। ওরাকল আনুষ্ঠানিক ভাবে এই সম্পর্কে কোনও বিবৃতি দেয়নি।

বিশষজ্ঞদের মতে, কর্মী ছাঁটাইয়ের পর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ওরাকল অন্যান্য প্রধান প্রযুক্তি সংস্থাগুলোকে অনুসরণ করেছে। যদিও ওরাকলের তুলনায় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ব্লকবা মেটা আরও বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের। জ্যাক ডরসির সংস্থা ব্লক ২০২৬ সালে তাদের প্রায় অর্ধেক কর্মীকে ছাঁটাই করে। ক্ষতিপূরণ হিসাবে ২০ সপ্তাহের বেতনের সঙ্গে চাকরির প্রতি বছরের জন্য অতিরিক্ত এক সপ্তাহের বেতন অন্তর্ভুক্ত ছিল। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীদের পাঁচ হাজার ডলারের একটি ভাতা, তাদের কাজের মেশিন (ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ) এবং ছয় মাস পর্যন্ত তাঁদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খরচ বহন করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, ২০২৫ সালে কর্মী ছাঁটাইয়ের পর মার্ক জুকেরবার্গের সংস্থা মেটাও ১৬ সপ্তাহের মূল বেতন এবং চাকরির প্রতি বছরের জন্য অতিরিক্ত ২ সপ্তাহের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। এ ছাড়া ছ'মাসের স্বাস্থ্য বিমার কথাও ঘোষণা করেছিল তথ্যপ্রযুক্তি দুনিয়ার 'জায়ান্ট' সংস্থাটি।

ইরানি ড্রোনের নাগালই পেল না ১০ লক্ষ ডলারের মার্কিন লড়াকু জেট! রইল দুর্দান্ত আকাশযুদ্ধের ভিডিয়ো

নয়াদিল্লি ঃ ঠিক যেন শিকারের পিছু ধাওয়া করেছে শিকারি ইগল। আকাশের বুক চিরে এক গুচ্ছ ইরানি শাহেদ ড্রোনকে তাড়া করে মার্কিন যুদ্ধবিমান এফ-১৫। কিন্তু তাড়া করেও তাদের লেজের ডগাটুকু পর্যন্ত ছুঁতে পারেন লড়াকু জেটটি। ইরাকের আকাশের বিমান ও ড্রোনের 'চোর-পুলিশ খেলা'র একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছে ইরান-সমর্থিত বেশ কয়েকটি এক্স হ্যান্ডল। ভিডিয়োটি ছড়াতেই নজর কেড়েছে নেটাগরিকদের। ভাইরাল হয়েছে

এক্স-এ ভাইরাল হওয়া সেই ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, আকাশে চক্কর কাটছে দু'টি ড্রোন। সেই ড্রোনগুলিকে দেখে ইরানের শাহেদ ড্রোন বলে মনে হয়েছে। যুদ্ধবিমানটি ড্রোনগুলিকে ধাওয়া করেছে। কিন্তু বেশ কিছু ক্ষণ তাড়া করার পরও ড্রোনগুলিকে ধরাশায়ী করতে ব্যর্থ হয় মার্কিন জেটটি। ভিডিয়োটি শেয়ার করা অ্যাকাউন্টগুলো দাবি করেছে যে, ১০ লক্ষ ডলারের মার্কিন এফ-১৫ বিমানটি অন্তত দু'টি ২০ হাজার ডলার মূল্যের 'সস্তা' ইরানি শাহেদ-১৩৬ ড্রোনকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়েছে। পরে ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে মাটি থেকে একটি বড় বিস্ফোরণ ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। বিস্ফোরণটি ইরাকের এরবিলে একটি ব্রিটিশ তেল সংস্থার ওপর ইরানের হামলার ফল বলে জানা গিয়েছে। হামলার ফলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়। তবে এখনও পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা তার কোনও মিত্র দেশ এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেনি।

ড্রোন তাড়া করা ও বিস্ফোরণের ভিডিয়োটি 'আইআরজিসিইন্টেল' নামের একটি এক্স হ্যান্ডল থেকে পোস্ট করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে বুধবার ইরাকের কুর্দিস্তান অঞ্চলে ব্রিটিশ মালিকানাধীন একটি তেলের শোধনাগারের উপর ধারাবাহিক ড্রোন হামলা চালানো হয়। এরবিল শহরের উপর দিয়ে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছড়িয়ে পড়ে। তেলের ভান্ডারটির উপর তিনটি পৃথক ড্রোন হামলা চালায় ইরান।

১২ টন কিটক্যাট খুঁজতে এবার ট্র্যাকার আনল নেসলে, চুরি যাওয়া চকলেট আপনি খাচ্ছেন না তো?

নয়াদিল্লি ঃ ইতালি ও পোল্যান্ডের মাঝে এই চকোটেল চুরির ঘটনাটি ঘটেছে। গত ২৬ মার্চ নেসলের কারখানা থেকে ১২০০ কেজি কিটক্যাট চকোলেট ট্রাকে বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ইউরোপের বাজারে বিক্রির জন্য। তবে মাঝরাস্তায় সমস্ত চকোলেট বেমালুম হাওয়া হয়ে যায়। এত নিখুঁতভাবে এই চুরি করা হয় যে, পুলিশ এমনকি নেসলে সংস্থা অপরাধের কোনও সূত্র খুঁজে পায়নি। ১২ টন কিটক্যাট চুরি যাওয়ার ঘটনায় গোটা বিশ্বজুড়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে হারিয়ে যাওয়া চকোলেট খুঁজতে এবার বিশেষ ট্র্যাকার আনল প্রস্তুতকারক সংস্থা নেসলে। সমাজমাধ্যমে একটি বিবৃতি জারি করে এই অভিনব পদক্ষেপের কথা জানিয়েছে তারা। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'হারিয়ে যাওয়া কিটক্যাটগুলির ব্যাপারে আপনাদের আগ্রহের জন্য ধন্যবাদ। আপনারা প্রত্যেকেই উদ্বিগ্ন। আমরা স্পষ্ট করতে চাই, এটা এপ্রিল ফুলের কৌতুক নয়। সত্যিই ১২ টন কিটক্যাট কেউ চুরি করেছে। আমরা জানি না সেগুলি এখন কোথায়। তাই হারিয়ে যাওয়া কিটক্যাটগুলি খুঁজতে আমরা একটি ট্র্যাকার বের করেছি।'চুরি যাওয়া কিটক্যাট আপনি খাচ্ছেন না তো? খুব সহজেই এই ট্র্যাকারের মাধ্যমে তা জানা যাবে। সমাজমাধ্যমে পোস্টটির সঙ্গেই নেসলে একটি লিঙ্ক শেয়ার করেছে। লিঙ্কে ক্লিক করলে 'স্টোলেন কিটক্যাট ট্র্যাকার' নামে একটি অপশন পাবেন। সেখানে ক্লিক করলে স্ক্রিনে একটি 'বক্স' খুলে যাবে। সেখানে আপনাকে আপনার কিটক্যাটের ব্যাচ নম্বর দিয়ে 'এন্টার' বাটন প্রেস করতে হবে। তাহলেই আপনি জানতে পারবেন আপনার চকোলেটটি চুরি যাওয়া ব্যাচের অন্তর্গত কি না। উল্লেখ্য, ইতালি ও পোল্যান্ডের মাঝে এই চকোটেল চুরির ঘটনাটি ঘটেছে। গত ২৬ মার্চ নেসলের কারখানা থেকে ১২০০ কেজি কিটক্যাট চকোলেট ট্রাকে বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ইউরোপের বাজারে বিক্রির জন্য। তবে মাঝরাস্তায় সমস্ত চকোলেট বেমালুম হাওয়া হয়ে যায়। এত নিখুঁতভাবে এই চুরি করা হয় যে, পুলিশ এমনকি নেসলে সংস্থা অপরাধের কোনও সূত্র খুঁজে পায়নি।

যুদ্ধ চলবে! সংঘর্ষবিরতি নিয়ে ফের ট্রাম্পের দাবি ওড়াল ইরান, হরমুজে আটকে প্রায় ৩ হাজার জাহাজ

নয়াদিল্লি ঃ যুদ্ধের আবহে হরমুজ প্রণালী বন্ধের জেরে চাপানউতোর বেড়েই চলেছে বিশ্বজুড়ে। সংঘাতের জেরে হরমুজে এই সময় দাঁড়িয়ে প্রায় তিন হাজার তেল এবং গ্যাসবাহী বিভিন্ন দেশের জাহাজ আটকে রয়েছে বলেই খবর। একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আটকে থাকা জাহাজগুলিতে ২০ হাজারেরও বেশি নাবিক এবং কর্মী রয়েছেন। মৃত্যুভয় প্রতি মুহূর্তে গ্রাস করছে তাঁদের।

আর বড়জোর দু'সপ্তাহ! এর মধ্যেই থেমে যাবে যুদ্ধ। আমেরিকার লাগাতার আক্রমণে ধসে যাবে ইরান। এক দিন আগে এমনটাই জানিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুধু তাই নয়, তাঁর আরও দাবি ছিল যে, তেহরানের তরফে নাকি যুদ্ধবিরতি চেয়ে ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ ইরান যুদ্ধবিরতি চেয়ে দ্বারস্থ হয়েছে আমেরিকার। কিন্তু এহেন দাবি উড়িয়ে দিয়েছে ইরান। সে দেশের সেনার শীর্ষ কর্তারা জানিয়ে দিয়েছেন, এমন কোনও 'আবেদন' করেনি তেহরান। এদিকে এরই মধ্যে লেবাননের দক্ষিণে একাধিক জায়গায় বোমাবর্ষণ করেছে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স। পাল্টা আক্রমণ শানাচ্ছে হেজবোল্লা বাহিনীও। আল মনসুরিতে এমনই এক হামলায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে ইরানকে 'ভাতে মারতে' এবার মার্কিন বোমারু যুদ্ধবিমান বি-৫২ কে তেহরানে পাঠাল আমেরিকা। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম ইরানের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে বি-৫২ বোমারু যুদ্ধবিমান। এই যুদ্ধবিমানের বৈশিষ্ট্য হল, এটি র‍্যাডারে ধরা পড়ে না। এর আগে আমেরিকার একাধিক জরুরি অভিযানে এই বি-৫২ বোমারু যুদ্ধবিমানের সফল ব্যবহার হয়েছে। এবার ইরানের সামরিক এবং ক্ষেপণাস্ত্র পরিকাঠামো ধ্বংস করতেই এই বোমারু বিমান পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন বিমান বাহিনীর জেনারেল ড্যান কেইন।

এদিকে, যুদ্ধের আবহে হরমুজ প্রণালী বন্ধের জেরে চাপানউতোর বেড়েই চলেছে বিশ্বজুড়ে। সংঘাতের জেরে হরমুজে এই সময় দাঁড়িয়ে প্রায় তিন হাজার তেল এবং গ্যাসবাহী বিভিন্ন দেশের জাহাজ আটকে রয়েছে বলেই খবর। একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আটকে থাকা জাহাজগুলিতে ২০ হাজারেরও বেশি নাবিক এবং কর্মী রয়েছেন। মৃত্যুভয় প্রতি মুহূর্তে গ্রাস করছে তাঁদের। বোমা-বর্ষণ কিংবা মিসাইল হামলা তো আছেই, এর পাশাপাশি রয়েছে এতদিন জাহাজে আটকে থাকার জেরে খাবার, জল তথা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর জোগান কমে যাওয়ার আতঙ্ক। নাবিকরা বারবার আবেদন করছেন, ''আমরা এখানে মরতে চাই না। আমাদের উদ্ধার করুন। খাবার, জলের ব্যবস্থা করুন।'' প্রসঙ্গত, ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন (আইটিএফ)-এর নিজস্ব একটি দল রয়েছে, যারা সমুদ্রে পণ্যবাহী জাহাজের নাবিকদের সহযোগিতা করে। হরমুজে আটকে থাকা জাহাজের এক নাবিক এক সপ্তাহ আগে আইটিএফ-কে মেল পাঠিয়ে সাহায্যের আর্জি জানান। জানা গিয়েছে, মেলের বিষয়বস্তু হল-দীর্ঘ সময় ধরে আটকে থাকায় জাহাজগুলিতে মজুত খাবার এবং পানীয় জলে টান পড়তে শুরু করেছে। এইভাবেই চলতে থাকলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হতে পারে নাবিকদের। অশনি সংকেত ইতিমধ্যেই মিলতে শুরু করেছে।

এডিসিতে ঝড়ো প্রচার ! ডা. সাহার মাস্টারস্ট্রোক

খবরে প্রতিবাদ,২ এপ্রিল ।। এডিসি তুমি কার? মথা নাকি বিজেপির? রাজনৈতিক মহলে চর্চা নাকি উলটপালট! আপাতত দুই শিবিরেই পারদ উঠানামা করছে। মথা বিজেপির কেউই হাল ছাড়তে নারাজ।ঘটনা আর যাইহোক ধর্মনগর উপনির্বাচন থেকেও গুরুত্বপূর্ণ এডিসির সাধারণ নির্বাচন। আপাতত শ্বাস নিতে পারছেন না নেতারা। কারণ এডিসি নির্বাচন তাদের উচ্চচাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ডা মানিক সাহার হাত ধরে একের পর এক মথা থেকে বিজেপিতে শামিল চলছে। আরও জটিল হচ্ছে অনিমেষের নীরবতা ও দলের প্রচারে গরহাজির! তিপ্রা মথার মহিলা সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা মেরী দেববর্মা, সুরমা ব্লকের সাধারণ সম্পাদক বীরজিৎ দেববর্মা, সুরমা ব্লকের সহ-সভাপতি সঞ্জু দেববর্মা এবং রিংকু দেববর্মা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়েছেন ইতিমধ্যে। মুখ্যমন্ত্রী ডা মানিক সাহা আবারও জয়ে একশোভাগ নিশ্চিত করেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এডিসিতে বিজেপি সরকার গঠনের সাথে সাথে পেশী শক্তির রাজনীতির অবসান হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন শুধু বিজেপিই এডিসিতে উন্নয়ন করতে পারে। তিনি এও বলেছেন মানুষ তিপ্রা মথার উপর আস্থা হারিয়েছে, তারা কাজ করতে ব্যর্থ। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেছেন যে পেশীশক্তি এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে রাজনীতি করার দিন শেষ হতে চলেছে, কারণ জনজাতি জনগণের প্রকৃত উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা জনজাতি অঞ্চল স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদে প্রশাসন গঠন করতে প্রস্তুত রয়েছে।রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের জনজাতি কল্যাণের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে প্রচার গাড়ির মাধ্যমে। সেইগুলো এডিসি এলাকায় ঘুরছে। বিজেপির প্রচার গাড়ির ফ্ল্যাগ অফ করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা।ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী প্রচারে শামিল হয়েছেন। গোমতি জেলায় বৈঠক করেন। তার আগে নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। সব জায়গায় জোর গলায় বলেন বিজেপির জয় নিশ্চিত।উল্লেখ্য, টিটিএএডিসি নির্বাচন আগামী ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। এর অংশ হিসেবে একটি প্রচার গাড়ি এডিসি এলাকা জুড়ে ঘুরে বেড়াবে, এই অঞ্চলের জন্য বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার কী করেছে সেই সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করছে এই গাড়িটিগুলো। টিটিএএডিসি পরিক্রমা করছে এবং কিছু জনজাতি অংশের মানুষ এবিষয়ে অবগত নয়, তাই এই গাড়িটি এনিয়ে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছে।এডিসি নির্বাচনী আবহে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি মানুষের মধ্যে বেশ ভাল সাড়া পাচ্ছে। তিপ্রা মথা থেকে অনেক নেতা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন, আরও অনেকে যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।ডাঃ সাহা বলেন, 'এরআগে সিপিএম টিটিএএডিসিতে শাসন করেছে। আর তিপ্রা মথাও শাসন করেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসার পরে, তিনি জনজাতিদের সঠিক উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন এবং আমরাও সেই একই দিশায় কাজ করছি। মানুষ বুঝতে পেরেছে যে মানুষকে বোকা বানিয়ে রাজনীতি করা যায় না, কাজ অবশ্যই করতে হবে। আমাদের দল মানুষের কল্যাণে কাজ করার চেষ্টা করছে এবং আগামী দিনেও সেটা করে যাবে। মানুষ বুঝতে পেরেছে যে একমাত্র বিজেপিই প্রকৃত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে। আমরা দেখেছি টিটিএএডিসি-তে কতটা দুর্নীতি হয়েছে এবং সেটা জনগণের সামনে তুলে ধরব। পেশিশক্তি ও সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে রাজনীতির অবসান হতে চলেছে। বিজেপি সর্বত্র সরকার গঠন করছে এবং একইভাবে আমরা টিটিএএডিসিতে প্রশাসন গঠনে আত্মবিশ্বাসী।বিজেপির প্রচার চলছে সর্বত্র, এজন্য কার্যকর্তাগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন।আগামী দিনে আমিও প্রচার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবো. গতকাল আমাদের দলের সভাপতি প্রচারে অংশ নিয়েছেন। শুধুমাত্র উঁচু গলায় প্রচার কার্যকর হয় না, তাই আমরা আমাদের প্রচারণা সঠিকভাবে পরিচালনা করছি।জনজাতি জনগণের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি আস্থা রয়েছে এবং সেই কারণেই তারা চায় বিজেপি টিটিএএডিসি-তে প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করুক।হিংসা হতাশার লক্ষণ। আগে আমরা দেখেছি হতাশা থেকে তারা হামলা চালায়। তারা ভেবেছিল যে হামলা চালালে আমরা চুপ থাকব, কিন্তু তা হবে না। একজন মন্ত্রীর গাড়িতে হামলার পর আমি খবর নিয়েছি এবং পুলিশ আইনি পদ্ধতিতে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে। মানুষ শান্তি চায়, এবং শান্তির জন্য আমরা এডিসি নির্বাচনে জয়ী হতে চাই এবং সেখানে অবশ্যই বিজেপি সরকার গঠন করবে। তারা বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য দিয়ে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে, কিন্তু আমরা এডিসি থেকে একটি অংশও নিচ্ছি না। আমরা যা করছি সব নিয়ম-কানুন মেনেই করছি। শুধুমাত্র আমরাই টিটিএএডিসিতে বিকাশ করতে পারি।' সরকার প্রধান বলেন 'জনসমর্থন হারিয়ে হতাশা থেকেই এখন হিংসার রাস্তা বেছে নিয়েছে মথা।ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতিদের প্রকৃত উন্নয়নে বিশ্বাস করে।এডিসি নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীদের জয় সুনিশ্চিত।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন 'জনসমর্থন হারিয়ে হতাশা থেকেই এখন হিংসার রাস্তা বেছে নিয়েছে মথা। থানসা থানসা বলে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। মন্ত্রিসভায় আমাদের সাথে থেকেও বিরোধী দলের ভূমিকায় রয়েছে তারা। কিন্তু মানুষ এখন সবকিছু বুঝে গেছেন। আর ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতিদের প্রকৃত উন্নয়নে বিশ্বাস করে। আসন্ন এডিসি নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির জয় সুনিশ্চিত হবে।তিপ্রা মথার জনসমর্থন হারিয়ে যাচ্ছে। তাই হতাশা থেকে তারা মারপিট এবং অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করছে। অথচ তারা একদিকে বলছে আমরা শান্তি চাই। কিন্তু আবার অন্যদিকে অশান্তি সৃষ্টি করছে। কথার সাথে তাদের কাজের কোন মিল দেখা যায় না। তাই তাদের মিথ্যাচার এখন মানুষ বুঝে গেছেন। আর আমরা চাই ত্রিপুরায় একটা স্বস্তির পরিবেশ বজায় থাকুক। কিন্তু কিছু লোক চায় অশান্তির মাধ্যমে সরকারে থাকতে। আমি বারবার বলছি জনজাতিদের উন্নয়ন না হলে ত্রিপুরারও উন্নয়ন হবে না।

রাত ৮টা থেকে ২টোর মধ্যে ভোট পড়ে ৫২ লক্ষ?

অন্ধ্রপ্রদেশ নির্বাচনে গরমিলের অভিযোগ সরব নির্মলা সীতারামনের স্বামীও

নয়াদিল্লি , ২ এপ্রিল ঃ মধ্যরাতের পর জমা পড়ে ১৭ লক্ষ ভোট। তাও আবার মাত্র ৪ সেকেন্ডের মধ্যে। ২০২৪ সালের অন্ধ্র প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে এবার মারাত্মক অভিযোগ সামনে এল। ওই নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয় বিজেপি এবং চন্দ্রবাবু নায়ডুর জোট। ১৭৫টি আসনের মধ্যে ১৬৪টিতই জয়ী হয় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের স্বামী তথা অর্থনীতিবিদ পরাকল প্রভাকর এই অভিযোগ তুলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, মধ্যরাতের পর প্রায় ১৭ লক্ষ ভোট পড়ে, তাও আবার মাত্র ৪ সেকেন্ডের মধ্যে। রাত ২টো পর্যন্ত ৩৫০০ বুথে ভোট পড়তেই থাকে। মোট ভোটের ৪.১৭ শতাংশ পড়ে রাত ১১টা বেজে ৪৫ মিনিট থেকে ২টোর মধ্যেই।

দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে অন্ধ্রপ্রদেশের নির্বাচনে অনিয়মের পরিসংখ্যান পেশ করে 'ভারত জোড়ো অভিযান'। প্রভাকরের পাশাপাশি যোগেন্দ্র যাদব, প্রশান্ত ভূষণের মতো বর্ষীয়ান আইনজীবী সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। একের পর এক মারাত্মক অভিযোগ তোলেন তাঁরা।

প্রভাকর জানান, অন্ধ্র প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের তথ্য খুঁটিয়ে দেখে বেশ কিছু অসঙ্গতি চোখে পড়েছে। রাত ৮টা থেকে ২টোর মধ্যে ৫২ লক্ষ ভোট পড়ে। মধ্যরাতের পর ভোট পড়ে ১৭ লক্ষ। মধ্যরাতের পর প্রতি ২০ সেকেন্ডে একটি করে ভোট পড়ে। রাত ৮টার পরই ভোটবাক্সে অস্বাভাবিক রকমের পরিবর্তন ঘটে বলে দাবি প্রভাকরের। তাঁর কথায়, " রিসেট করতে যদি ১৪ সেকেন্ড লাগে, প্রতি ৬ সেকেন্ড অন্তর ভোট পড়ছিল কী করে? ওইটুকু সময়ের মধ্যে ভোট দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারেন কি কোনও ভোটার?"

অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রত্যাবর্তন ঘটে চন্দ্রবাবুর। তাঁর দলটঙ্গঞ্চ ১৩৫টি আসনে জয়ী হয়। বিজেপি পায় ৮টি আসন। পবন কল্যাণের জন সেনা ২১টি আসনে জয়ী হয়। তবে এই প্রথম নয়, অন্ধ্রপ্রদেশে কত শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছেন, কমিশনের সেই তথ্যের সঙ্গে ভোটের হিসেব মিলছে না বলে গোড়া থেকেই অভিযোগ তুলে আসছিলেন বিরোধীরা।

২০২৪ সালের ১৩ মে নির্বাচন মিটে যাওয়ার পর অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছিলেন, ৬৮য়০৪ শতাংশ ভোট পড়েছে। কিন্তু রাত ৮টায় সেই হার বেড়ে হয় ৬৮য়১২ শতাংশ। রাত ১১টা বেজে ৪৫ মিনিটে ফের হার সংশোধন করে কমিশন জানায়, ৭৬.৫০ শতাংশ ভোট পড়েছে। চার দিন পর যখন চূড়ান্ত পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়, দেখা যায় ৮১.৭৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি নির্বাচন কমিশন। তবে গরমিল নিয়ে সরব হতে দু'বছর সময় লাগল কেন, নির্বাচন কমিশন সূত্রে এই প্রশ্ন তোলা হয় বলে জানিয়েছে একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম।

তবে অন্ধ্র প্রদেশ নির্বাচন নিয়ে একাধিক অভিযোগ সামনে আসছে। প্রশান্ত ভূষণের অভিযোগ, গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়াই অস্বচ্ছ। এখনও পর্যন্ত কেন ফর্ম ১৭সি প্রকাশ করা হল না, প্রশ্ন তোলেন তিনি, যার মাধ্যমে প্রত্যেক বুথের হিসেব পাওয়া সম্ভব। কম্পিউটার বা ডিজিটাল মাধ্যমে হিসেব করা যায় যাতে, সেভাবে কেন ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হল না, তাও জানতে চান। এর আগে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গাঁধীও ওই প্রশ্নে সরব হয়েছিলেন।

প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার এসওয়াই কুরেশি অন্ধ্র নির্বাচনের সমস্ত রেকর্ডের অডিট দাবি করেছেন। ফর্ম ১৭সি এবং ২০-র তথ্যও প্রকাশ করতে হবে বলে দাবি তুলেছেন তিনি। ফর্ম ২০ হল চূড়ান্ত ফলাফলের নথি, গণনার পর যা রিটার্নিং অফিসার তৈরি করেন।

কৈলাসহরে ৯ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ

খবরে প্রতিবাদ,২ এপ্রিল ।। *রাজ্যে ফের শিশু নিরাপত্তার প্রশ্নে সুনামীর ঢেউ লাগল। সামাজিক অবক্ষয়ের নগ্নরূপ প্রকাশ্যে আসল কৈলাসহর থেকে। রাজ্যে শিশু নিরাপত্তা কতটুকু আঁটোসাটো? প্রশ্ন যতটা সহজ উত্তর কয়েক গুণ কঠিন। সূত্রে প্রকাশ কৈলাসহরের ভগবাননগর এলাকায় এক ৯ বছরের নাবালিকাকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে হাতেনাতে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দিল স্থানীয়রা। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে ভগবাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ওই পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা জাকির হোসেন নামে এক ব্যক্তি, পার্শবর্তী ৪ নং ওয়ার্ডের ৯ বছরের এক নাবালিকাকে ফুসলিয়ে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে নিয়ে যায়। অভিযোগ সেখানে নাবালিকার উপর তার পাশবিক লালসা চরিতার্থ করে সে। ঘটনাটি স্থানীয় মহিলাদের নজরে আসতেই তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং অভিযুক্ত জাকির হোসেনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে গণধোলাই দেয়। অভিযোগ ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে নাবালিকার হাতে ৬০০ টাকা গুঁজে দিয়ে মুখ বন্ধ করার চেষ্টাও করে অভিযুক্ত। এরপরই উত্তেজিত জনতা অভিযুক্তকে আবারও গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। বর্তমানে অভিযুক্ত জাকির কৈলাসহর মহিলা থানার হেফাজতে রয়েছে। নির্যাতিতার পরিবার লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে চাইলে থানা কর্তৃপক্ষ তা নিতে অস্বীকার করে বলে অভিযোগ। পুলিশের দাবি তারা ইতিমধ্যেই একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা নিয়েছে। তাই পরিবারের পৃথক অভিযোগের প্রয়োজন নেই। পুলিশের ওই রহস্যজনক আচরণে ক্ষোভে ফুঁসছে নির্যাতিতার পরিবার সহ এলাকাবাসীরা। এলাকাবাসীদের দাবি, অভিযুক্ত জাকির হোসেন এর আগেও একই ধরনের একাধিক অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এদিকে খবর পেয়েই কৈলাসহর মহিলা থানায় সদলবল পৌঁছান হিন্দুত্ববাদী নেতা শ্যামল সরকার। তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন। এলাকায় সম্প্রীতি রক্ষা এবং অপরাধীর কঠোর সাজার দাবিতে এখন উত্তপ্ত প্রত্ন শহর। অপেক্ষা পুলিশ শেষ পর্যন্ত কী পদক্ষেপ নেয় এবং নির্যাতিতা পরিবার সঠিক বিচার পায় কি না।*

কল্যাণপুরে জরাজীর্ণ পোস্টে দায়িত্ব পালনে ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা, দূর্ঘটনার আশঙ্কা

খবরে প্রতিবাদ,২ এপ্রিল ।। একদিকে বাড়তে থাকা যানবাহনের চাপ, অন্যদিকে ভগ্নপ্রায় অবকাঠামো এই দুইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রতিদিনই নিজের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দায়িত্ব পালন করছেন কল্যাণপুর ট্রাফিক ইউনিটের পুলিশকর্মীরা। বিশেষ করে কল্যাণপুর মোটরস্ট্যান্ড সংলগ্ন ট্রাফিক পোস্টের বেহাল দশা দীর্ঘদিনের যা বর্তমানে উদ্বেগের প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বহু বছর আগে নির্মিত ওই ট্রাফিক পোস্টটি বর্তমানে সম্পূর্ণ জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। টিনের চালা খসে পড়ছে, নড়বড়ে লোহার কাঠামোয় ধরেছে মরিচা, আর সামান্য ঝড়-বৃষ্টি হলেই ভিতরে জল ঢুকে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতেই দিনের পর দিন দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য হচ্ছেন কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা। যে কোনও মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে, কল্যাণপুর মোটরস্ট্যান্ড এলাকাটি প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রীর আনাগোনায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছোট-বড় গাড়ির অবিরাম চলাচলে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং কাজ। কিন্তু পর্যাপ্ত আধুনিক সরঞ্জাম বা সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় কাজটি আরও কঠিন হয়ে উঠছে। অনেক সময়ই দেখা যায়, তীব্র রোদ কিংবা প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করছেন পুলিশকর্মীরা। এক ট্রাফিক কর্মী নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অবস্থায় জানান, আমাদের কাজই হলো মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু নিজেদের নিরাপত্তার বিষয়টি প্রায়ই উপেক্ষিত থেকে যায়। পোস্টের অবস্থা খুবই খারাপ যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে। তার এই কথাতেই ফুটে ওঠে বাস্তব চিত্র। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পথচলতি মানুষজনের বক্তব্য, ট্রাফিক পুলিশদের আমরা প্রতিদিন কষ্ট করতে দেখি। এই অবস্থায় তাদের কাজ করা সত্যিই কঠিন। প্রশাসনের উচিত দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে নতুন পোস্ট নির্মাণ করা এবং আধুনিক সুবিধা প্রদান করা। বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক পয়েন্টে নিরাপদ ও আধুনিক অবকাঠামো থাকা অত্যন্ত জরুরি। শুধু যানবাহন নিয়ন্ত্রণ নয়, পুলিশকর্মীদের সুরক্ষাও সমানভাবে গুরুত্ব পাওয়া উচিত। উন্নত ট্রাফিক সিগন্যাল, সিসিটিভি নজরদারি ও সুরক্ষিত পোস্ট থাকলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি যেমন কমবে, তেমনি কর্মীদের কাজও সহজ হবে। তবে বাস্তবে তার উল্টো চিত্রই ধরা পড়ছে কল্যাণপুরে। ঢাল-তলোয়ারবিহীন এই ট্রাফিক ইউনিট যেন প্রতিদিনই এক অদৃশ্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা, অবকাঠামোর দুরবস্থা আর সীমিত সুযোগ-সুবিধার বিরুদ্ধে। এমতাবস্থায় প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। নতুন ও নিরাপদ ট্রাফিক পোস্ট নির্মাণ, আধুনিক সরঞ্জাম সরবরাহ এবং পুলিশকর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। না হলে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এমনটাই আশঙ্কা স্থানীয়দের।কল্যাণপুর ট্রাফিক ইউনিটের এই কঠিন বাস্তবতা শুধুমাত্র একটি এলাকার সমস্যা নয়, বরং গোটা ব্যবস্থার একটি প্রতিচ্ছবি। তাই দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা এখনই জরুরি বলে মনে করছেন সচেতন মহল। এদিকে কল্যাণপুর থানার ওসি ইন্সপেক্টর আশীস সরকার জানায় কল্যাণপুর মোটরস্ট্যান্ডের উপর দিয়ে জাতীয় সড়কের নির্মাণ কাজ শুরু হচ্ছে, কিছু দিনের মধ্যেই এই ট্রাফিক পোস্ট অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হবে। তবে পুলিশ আধিকারিক যা-ই বলুক না কেন দুর্ঘটনা কিন্তু সময়ের অপেক্ষা করে না।

গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

আগরতলা ২ এপ্রিল ঃ গুডফ্রাইডে উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যবাসীকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গুড ফ্রাইডে প্রভু যীশু খ্রিস্টের অসীম ত্যাগ ও আত্মবলিদানের কথা স্মরণ করায়। মানবজাতির কল্যাণে তিনি যে ভালোবাসা, ক্ষমা, সহানুভূতি ও সত্যের পথ দেখিয়েছেন, তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক এবং অনুপ্রেরণাদায়ক। গুড ফ্রাইডে আমাদের মনে করিয়ে দেয় ত্যাগ, প্রেম ও মানবতার মাধ্যমেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এই আলোকে আসুন, আমরা সবাই মিলে একটি সুস্থ, শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর ত্রিপুরা গড়ে তুলি। এই পবিত্র দিনে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সকল অংশের জনগণের সুখ, সমৃদ্ধি ও সার্বিক মঙ্গল কামনা করেন।

রাস্তা দখল করে বিল্ডিং এর কাজ, উদাসীন পুরো নিগম

খবরে প্রতিবাদ,২ এপ্রিল ।। যাতায়াতের মূল সড়ক দখল নিয়ে চলছে বিল্ডিং নির্মাণের কাজ। উদাসীন পুরো নিগম। স্থানীয় নেতাদের ম্যানেজ দিয়েই নাকি রাতের আঁধারে বড় বড় ট্রাকে ভরে পাথর চিপস বালি এনে ফেলা হয় সড়কের পাশে। আর রাত পোহাতেই দুর্ভোগ শুরু হয় পথচারী থেকে শুরু করে যান চালকদের। ঘটনা আগরতলা পুরো নিগমের অন্তর্গত ইন্দ্রনগর রোড এলাকায়। প্রান্তিক ক্লাব টু জিবি গামী রোডের পাশেই প্রমোটারের হাত ধরে একটি বিশাল বিল্ডিং নির্মাণের কাজ চলছে। সেই নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত পাথর দখল নিয়েছে জরুরী এই রাস্তার প্রায় সিংহ ভাগ। ফলে যান চলাচল ব্যহত হয়ে পরে। বৃহস্পতিবার বেশ কিছু সময়ের জন্যে রাস্তায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পরেন যান চালক থেকে শুরু করে ভুক্তভোগীরা।

ত্রিপুরায় উচ্চাভিলাষী শিল্প উদ্যোগ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী

খবরে প্রতিবাদ,২ এপ্রিল ।। যতটা শুনতে ভালো ততটাই বাস্তবমুখী নয়! আবার যতোটা সম্ভব তার চেয়ে বেশি প্রচার। 'ত্রিপুরা শিল্প বিনিয়োগ উন্নয়ন নীতি'র আওতায় রাজ্যের শিল্পভিত্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন করে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তা ব্যাপক আশার সঞ্চার করেছে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প, রাবার-ভিত্তিক শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং বাঁশ প্রযুক্তির ওপর এতে যে জোর দেওয়া হয়েছে, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৯২,০০০-এরও বেশি নিবন্ধিত এসব শিল্প নিয়ে ত্রিপুরা বর্তমানে দেশি ও বিদেশিউভয় ধরনের বিনিয়োগকারীদের কাছেই একটি উদীয়মান গন্তব্য হিসেবে নিজেকে তুলে ধরছে। তবে, এই নীতির কাঠামোটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় হওয়া সত্ত্বেও, বেশ কিছু কাঠামোগত ও বাস্তবায়নজনিত চ্যালেঞ্জের কারণে সংশয় দেখা দিয়েছে যে, এই নীতি আদৌ তার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দিতে পারবে কি না।এই উদ্যোগের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হলো 'বোধজংনগর শিল্প এস্টেট' এবং 'ইন্টিগ্রেটেড রাবার পার্ক'-কে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মূল্য-সংযোজিত উৎপাদনের আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। যদিও এই প্রকল্পগুলোকে দীর্ঘকাল ধরে রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালকাশক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, তবুও বাস্তবে এদের কার্যকারিতা বা ফলাফল প্রায়শই প্রত্যাশার তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। শিল্প-প্লটগুলোর যথাযথ ব্যবহার না হওয়া, চালু শিল্প-ইউনিটের সংখ্যা সীমিত থাকা এবং অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতার মতো সমস্যাগুলো এদের কার্যকারিতায় ক্রমাগত বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। এই ঘাটতিগুলো দূর না করে, কেবল বিনিয়োগের কেন্দ্র হিসেবে এদের প্রচার করলেই তা হয়তো বাস্তবে কোনো প্রকৃত অর্থনৈতিক সুফল বয়ে আনবে না।তাছাড়া, রাজ্যে ৯২,০০০ নিবন্ধিত এসব শিল্পের উপস্থিতি রাজ্যের শিল্পখাতের সংখ্যাগত শক্তিকে নির্দেশ করলেও, তা যে সর্বদা অর্থনৈতিক প্রাণচঞ্চলতাকে প্রতিফলিত করেএমনটা বলা যায় না। এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হয় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে আছে, অথবা ঋণপ্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা, আধুনিক প্রযুক্তির অভাব এবং বাজারের সাথে দুর্বল সংযোগের কারণে তাদের পূর্ণ সক্ষমতা অনুযায়ী পরিচালিত হতে পারছে না। তাই বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার ওপর এই নীতিতে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তার পাশাপাশি এমন একটি শক্তিশালী সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তোলাও জরুরি, যা বিদ্যমান এসব শিল্পগুলোকে তাদের ব্যবসার পরিধি বাড়াতে এবং প্রতিযোগিতার বাজারে কার্যকরভাবে টিকে থাকতে সহায়তা করবে।উদ্বেগের আরেকটি ক্ষেত্র হলো বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে রাজ্যের সক্ষমতা। ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থান কৌশলগতভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অত্যন্ত সন্নিকটে হওয়া সত্ত্বেও, লজিস্টিক বা সরবরাহ ব্যবস্থা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ, অপর্যাপ্ত পরিবহন সংযোগ এবং সীমিত রপ্তানি অবকাঠামোর কারণে এই সুবিধাটি প্রায়শই ম্লান হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রতিবন্ধকতাগুলোকে সুপরিকল্পিতভাবে ও পদ্ধতিগতভাবে সমাধান করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ হয়তো কেবল তাত্ত্বিক বা কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে।বাঁশ ও রাবারের মতো খাতগুলোর ওপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তা রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদভাণ্ডারের সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে, এই খাতগুলোতে 'মূল্য-সংযোজন' ঘটাতে হলে প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি, গবেষণাধর্মী সহায়তা এবং শক্তিশালী সরবরাহ শৃঙ্খলআর ঠিক এই ক্ষেত্রগুলোতেই ত্রিপুরা এখনো বেশ পিছিয়ে রয়েছে। লক্ষ্যভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি এবং শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তোলা না হলে, এই খাতগুলোকে উচ্চ-মূল্যের শিল্পখাতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যটি হয়তো অধরাই থেকে যাবে।পরিশেষে বলা যায়, রাজ্যের শিল্প সম্প্রসারণের যে রূপকল্প বা ভিশন গ্রহণ করা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার; তবে এর প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করছে কার্যকর বাস্তবায়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং বিদ্যমান এসব শিল্পগুলোকে শক্তিশালী করে তোলার ওপর। ত্রিপুরায় টেকসই শিল্প প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, সংখ্যাগত লক্ষ্যের চেয়ে পরিচালনগত দক্ষতাকে অগ্রাধিকার দেয়এমন একটি অধিকতর বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।সরকারের আন্তরিকতার সঙ্গে বাস্তবের ঘাটতি বা অমিল চরম উদ্বেগের!

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751